CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 August, 2024 ■ আগরতলা ২ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ১৭ শ্রাবন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজের ২০তম প্রতিষ্ঠা দিবসে

রাজ্যবাসীকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে কাজ করছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট ।। রাজ্যের বর্তমান সরকার রাজ্যবাসীকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে কাজ করছে। এই লক্ষ্যে রাজ্যে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্পসারণ ও পরিকাঠামোর উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আজ কার্ল ল্যাণ্ডস্টেইনার অডিটোরিয়ামে আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের ২০তম প্রতিষ্ঠা দিবসের উদ্বোধন করে মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের ২০তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাদের অবদান রয়েছে তাদেরকে সবার শ্রদ্ধা করা প্রয়োজন। এই কলেজের গড়িমা ছাত্রছাত্রীদের উপর নির্ভরশীল। রাজ্যের ছাত্রছাত্রী তথা এই কলেজের ছাত্রছাত্রীর মেধা কোনও অংশে কম নয়। এই কলেজের পরিকাঠামো দেশের অন্যান্য রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজের তুলনায় কোনও অংশে কম নয়। ছাত্রছাত্রীদের উচিত এই কলেজের মান তাদের পঠন পাঠন এবং পরিষেবার মাধ্যমে বৃদ্ধি করা। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী এই কলেজের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, এখন পর্যন্ত প্রায় ১,১০০-এর বেশি ছাত্রছাত্রী এই কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেছে। প্রায় ৩০০-এর বেশি পিজি ছাত্রছাত্রী পাশ করে বেড়িয়েছে। যারা রাজ্যে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে সুনামের সঙ্গে কাজ করছে। মুখ্যমী আরও বলেন, রাজ্যের মানুষ কোনোদিন চিন্তাও করতে পারেননি যে রাজ্যেও কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট সম্ভব হবে। কিন্তু এই সরকারের সময় এই সাফল্য এসেছে। রাজ্য সরকার ত্রিপুরায় একটি মেডিক্যাল হাব গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার মান উন্নয়নে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা হাসপাতালগুলির পরিষেবা আরও উন্নত করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে কলেজের একটি অ্যানুয়েল রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন বর্ষের এমবিবিএস পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের তাদের উল্লেখযোগ্য ফলাফলের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সহ উপস্থিত অতিথিগণ ছাত্রছাত্রীদের হাতে মারক উপহার ও শংসাপত্র তুলে দেন।অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ কুমার গিত্যে ও আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. অনুপ কুমার সাহা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের সহকারি অধ্যক্ষ ডা. তপন মজমদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. বান্মিত কৌর, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. সঞ্জীব দেববর্মা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, মেডিক্যাল এডুকেশন দপ্তরের অধিকর্তা ডা. এইচ পি শর্মা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরা শাখার ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজীব দত্ত প্রমুখ।

তপশিলি জাতি ও উপজাতি ভুক্তদের মধ্যে শ্রেণিবিন্যাস করা যাবে ঃ সুপ্রিমকোর্ট

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি.স.)।। পিছিয়ে পড়া শ্রেণীগুলির মধ্যে যারা আরও বেশি প্রান্তিক তাঁদের সংরক্ষণের সুবিধা দিতে রাজ্যগুলি, তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে উপগোষ্ঠী তৈরি করতে পারবে। এমনটাই পর্যবেক্ষণ দেশের শীর্ষ আদালতের। এবার থেকে তপশিলি জাতি এবং উপজাতিভুক্তদের মধ্যে শ্রেণিবিন্যাস করা যাবে। আর সেই বিন্যাসের উপর ভিত্তি করেই সাজানো যেতে পারে সংরক্ষণ ব্যবস্থা। এমনই রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালত রায়ে এও বলেছে, তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে থেকে অনগ্রসরদের আলাদা করা যাবে। শ্রেণির মধ্যে উপশ্রেণি তৈরি করতে পারবে রাজ্যগুলি। এদিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন সাত বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ এই রায় দেয়। এই রায় প্রসঙ্গে ছয় বিচারপতি এক মত হলেও ভিন্ন মত প্রকাশ করেন বিচারপতি বেলা ত্রিদেবী। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন সাত বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ বৃহস্পতিবার ৬-১ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জানিয়েছেন, পৃথক সংরক্ষণ দেওয়ার জন্য তপশীলি জাতি ও উপজাতিগুলির উপগোষ্ঠীগত বিভাজন অনুমোদনযোগ্য। এই রায়ের সঙ্গে সহমত হননি বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী। তপশিলিভুক্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে উপগোষ্ঠী তৈরীর কোনও ক্ষমতা রাজ্য সরকারগুলির নেই বলে শীর্ষ আদালতের ২০০৪-এর রায় বেঞ্চ এদিন খারিজ করে দেয়।প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেন, সংরক্ষণ গুণমানের বিরুদ্ধে নয়। পদ্ধতিগত যে বৈষম্যের মুখোমুখি হন তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষ, তাতে উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে বেশীরভাগ সময়েই তাঁরা ওপরে উঠতে পারেন না। অনগ্রসর শ্রেণীর মধ্যে উপগোষ্ঠীগত বিভাজন, সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারায় পরিপন্থী নয় বলেও শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছে। একইসঙ্গে প্রধান বিচারপতি বলেছেন, রাজ্যগুলি এক্ষেত্রে ইচ্ছে মতো অথবা রাজনৈতিক তাগিদে কোনও কাজ করতে পারবে না। তাদের সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করতে পারবে বিচার বিভাগ।

গন্ডাছড়ায় গেলেন বাম নেতৃত্বরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। গন্ডাছড়ায় নিহত পরমেশ্বর রিয়াং-এর বাসভবনে গেলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী সহ বাম নেতৃত্বরা। নিহতের পরিবারের সদস্যদের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং সমবেদনা জানিয়েছেন। পর্বতী সময়ে বাম নেতৃত্বদের নিয়ে গন্ডাছড়ার ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শন করেন তিনি। ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে কথাবার্তা বলেন।

ভূমিধ্বসে মৃত্যু বেড়ে ২৭৬

ওয়ানাডে রাহুল - প্রিয়াঙ্কা দেখলেন ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ

ওয়ানাড, ১ আগস্ট (হি.স.)।। কেরলের ওয়ানাডে ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ২৭৬ ছুঁল। নিখোঁজের সংখ্যা ২০০-র বেশি। ওয়ানাড জেলা প্রশাসনের তরফে এক বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়েছে। নিখোঁজদের সন্ধান এবং উদ্ধারের কাজ এখনও চলছে বলে জানানো হয়েছে ওই বিবৃতিতে।বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মধ্যেই সেনাবাহিনীর কর্মী, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), কেরলের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মী, রাষ্ট্রীয় জরুরি পরিষেবার কর্মী এবং স্থানীয় জনগণ উদ্ধারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বৃহস্পতিবার তৃতীয় দিনে পড়ল উদ্ধারকাজ। ভয়াবহ এই ভূমিধসের ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রকৃতির রোষে বিধ্বস্ত কেরলের ওয়ানাড। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার কেরলের ওয়ানাডে এলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাঞ্জাব ব্যাঙ্কে আগুন, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ আগস্ট।। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের বিদ্যুতিক পাখায় অগ্নিসংযোগ ঘটে। দমকলকর্মীরা ঘটনাসলে ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনেন। ওই ঘটনায় ধর্মনগর শহরের আতঙ্ক ছড়িয়েছিল।
ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ ধর্মনগর শহরে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক শাখায় বিদ্যুতিক পাখায় অগ্নিসংযোগ ঘটে। হঠাৎ ব্যাঙ্কের কর্মীরা পাখায় আগুন লাগার দৃশ্য দেখতে পান। সাথে সাথে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন। দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনেন।

ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে বিঘ্নিত স্বাভাবিক জনজীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ঝিরঝির বৃষ্টিতে রাজ্যের জীবনযাত্রা আংশিকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই আকাশ আংশিক মেঘে ঢাকা পড়েছে। রাস্তাঘাটে যানবাহনের সংখ্যা নিতান্তই কম। অফিস আদালত খোলা থাকলেও অন্যান্যদের দিনের তুলনায় উপস্থিতির হার খানিকটা কম। জীবনযাত্রা খানিকটা হলেও বিপর্যস্ত।
এদিকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন হাতেগোনা আর মাত্র ৬ দিন বাকি। নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাজনৈতিক দলগুলির প্রচারে বিঘ্ন ঘটতে শুরু করেছে। গণদেবতাদের মন পেতে ভোট প্রার্থী এবং রাজনৈতিক দলের নেতাদের ভোট প্রচার অবশ্য থমকে যায়নি। গ্রামীন এলাকায় নির্বাচনে ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের। এদিকে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, আগামী দু একদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। হালকা মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

লোকসভায় তথ্য

ত্রিপুরাতে ৫৭টি বন ধন বিকাশ কেন্দ্রের জন্য ৭ কোটি ৭৬ লাখ টাকা মঞ্জুর

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ০১ আগস্ট ।। ত্রিপুরাতে এখন পর্যন্ত ৫৭টি বন ধন বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এরজন্য ৭ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। আজ লোকসভায় এক লিখিত প্রশ্নের উত্তরে এই তথ্য জানিয়েছেন জনজাতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রী দুর্গাদাস উইকে।
মন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় বিকাশ মিশন (পিএমজেভিএম) প্রকল্পের অধীনে, ট্রাইবেল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ডেভেলপমেন্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (ট্রাইফেড) বন ধন বিকাশ কেন্দ্র (ভিডিভিকে) স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে, যা এমএফপি / নন-এমএফপিগুলির মূল্য সংযোজন ও বিপণনের মাধ্যমে স্কেল অর্থনীতির সুবিধা অর্জনের জন্য গঠিত জনজাতি স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ক্লাস্টার।
এখনও পর্যন্ত সারা দেশে ৩৯৫৮টি ভিডিভিকে স্থাপনের জন্য ট্রাইফেড ৫৮৭.৩৬ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে।
ত্রিপুরাতে এখন পর্যন্ত ৫৭টি বন ধন বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এরজন্য ৭ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এরফলে ১৬ হাজার ১১৬ জন বন ধন সুবিধাভোগী উপকৃত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।

২৭ লাখ টাকার ইয়াবা সহ গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ১ আগস্ট।। নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেলো কদমতলা থানার পুলিশ। ইয়াবা সহ আটক করা হয়েছে দুইজনকে।
গোপন খবরের ভিত্তিতে ইন্দো-বাংলা সীমান্তের ব্রজেন্দ্রনগর এলাকা থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট সহ পাচারকারী এক মহিলা ও অপর এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। ইয়াবা ট্যাবলেট পাচারের গোপন খবর পেয়ে বুধবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ কদমতলা থানার ওসি জয়ন্ত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অবৈধ অনুপ্রবেশ ও পাচার বাণিজ্য রাখতে

বিএসএফের আইজি ও বাংলাদেশের সহকারি হাইকমিশনারের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। ত্রিপুরায় নিযুক্ত বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার জনাব আরিফ মোহাম্মদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে মিলিত হয়েছেন বিএসএফের আইজি প্যাটেল পীযুষ পুরুষোত্তম দাস। বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশ, ট্রান্স বর্ডার চোরাচালান, সীমান্তে উন্নয়নমূলক কাজসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে। বিএসএফের আইজি প্যাটেল পীযুষ পুরুষোত্তম দাস, অবৈধ অনুপ্রবেশের বর্তমান অবস্থা এবং চোরাচালানে বাংলাদেশি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাত্র মৃত্যুকে ঘিরে উত্তপ্ত এনআইটি কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। ট্রিপল আইটি পড়ুয়া ছাত্রের রহস্যজনক মৃত্যুতে গতকাল রাতে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল আগরতলার এনআইটি। পর্রবতী সময়ে পুলিশের হস্তক্ষেপ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আসে। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, কলেজ কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীপনার কারণে ওই ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।
এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে আজ দুপুরে কলেজে ছুটে গেছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি গিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি।
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বলেন, যতদূর জানা গেছে ওই ছাত্র আগে থেকেই অসুস্থ ছিল। তাকে প্রথমে তাদের স্থানীয় হাসপাতাল এবং পরে জিবিপি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পরিবার পরিজনরা যখন তাকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তখন তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনা যথেষ্ট হৃদয় বিদারক। কিন্তু এর পেছনে কি কারণ রয়েছে তা যাচাই করার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে।
অন্যদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের তরফ থেকে একটি মেমোরেন্ডাম প্রদান করা হয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট। কলেজ কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সংবেদনশীল অবস্থায় গোটা বিষয়টি দেখছেন। ইতিমধ্যে একটি কমিটি গঠন করে ঘটনার যাচাই করা হচ্ছে। এই ঘটনার পেছনে সবগুলি বিষয় যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে যাচাই করে দেখা হবে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৭০ ■ সংখ্যা ২৯০ ■ ২ আগস্ট ২০২৪ ইং ■ ১৭ শ্রাবণ ■ শুক্রবার ■ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

গ্রাম সুরক্ষা বাহিনীতে গুরুত্বারোপ !

উপত্যকায় জঙ্গি মোকাবেলায় ভিলেজ ডিপেন্স গ্রুপ শক্তিশালী করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে সেনাবাহিনী। এই ধরনের ভিলেজ ডিফেন্স গ্রুপ শক্তিশালী পরিবার মধ্য দিয়া উপত্যকায় জঙ্গিদের প্রতিহত করা সহজলভ্য হইবে বলিয়া মনে করিতেছে সেনাবাহিনী। সেইসব দিক বিচার বিবেচনা করিয়া এই ধরনের কৌশল অবলম্বন শুরু হইয়াছে।

উপত্যকায় দফায় দফায় জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘুম ছুটাইয়াছে সেনার। পাল্লা দিয়া বাড়িয়াছে অনুপ্রবেশের চেষ্টা। কাশ্মীর ছাড়াইয়া জঙ্গিরা মূলত টার্গেট করিয়াছে জম্মুকে। এহেন অবস্থায় এবার ভূস্বর্গকে সন্ত্রাসমুক্ত করিতে বড়সড় পদক্ষেপ নিয়াছে প্রশাসন। গোটা পরিস্থিতি সামাল দিতে জম্মু ও কাশ্মীরের যে সব এলাকা দিয়া অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে তাহা ইতিমধ্যেই চিহ্নিত হইয়াছে।অনুপ্রবেশ আটকাইতে পাক-জম্মু সীমান্তের প্রতিটি ইঞ্চি সিল করা হইবে। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়িতে এবার 'ভিলেজ ডিফেন্স গ্রুপ'কে আরও শক্তিশালী করা

হইতেছে। আগের তুলনায় আরও অত্যাধুনিক অস্ত্র দেওয়া হইতেছে তাহাদের। সেনা, পুলিশ ও সেন্ট্রাল ফোর্সের আওতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হইতেছে যাহাতে জঙ্গিরা গ্রামে ঢুকিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রতিহত করা যায়। মাত্র ৪-৫ জন জঙ্গি একটা গোটা এলাকাকে প্রভাবিত করিতেছে। যান চলাচলে সমস্যা তৈরি হইতেছে। এর সুবিধা পাইতেছে জঙ্গিরা। ভারতে ঢুকিয়া উঁচু জায়গায় ঘাঁটি গাড়িয়া সেনার উপর হামলা চালাইতেছে তাহারা। কাশ্মীরে সেইভাবে সুবিধা করিতে না পারিয়া এখন জম্মুকে টার্গেট করিতেছে জঙ্গিরা।

জঙ্গিরা জম্মুর কাঠুয়া, রিয়াসি, ডোডা, উধমপুরের মতো জায়গায় ঘাঁটি গাড়িয়াছে। তবে তাহাদের জন্য বিপদ অপেক্ষা করিতেছে শীতে। শীতকালে পাহাড়ি স্থানীয় বসতি সরিবে, ফলে জঙ্গিদের থাকা-খাওয়া নিয়া সমস্যা হইবে। জম্মুতে যেখানে বরফ নাই সেখানে সবুজ ঘেরা এলাকায় লুকাইয়া রহিয়াছে জঙ্গিরা। তবে ডিসেম্বরে ওই অঞ্চলে কোনও জনবসতি থাকিবে না। তখন জঙ্গিদের কাছে তিনটি বিকল্প থাকিবে পাকিস্তানে ফিরিয়া যাওয়া, বরফের মধ্যে আশ্রয় নেওয়া, নয় মৃত্যু। না হইলে কাশ্মীরে ফিরিতে হইবে তাহাদের। যেখানে ঢুকিতে গেলেই জঙ্গিদের নিরাপত্তা বাহিনীর মুখে পড়িতে হইবে। এদিকে অনুপ্রবেশের সম্ভাব্য এলাকাগুলিতে আরও বেশি করিয়া নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েন করা

হইয়াছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ আরও বাড়াইয়া অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত খবরাখবর যাহাতে জোগাড় করা যায় সে চেষ্টাও চলিতেছে।এদিকে সন্ত্রাস মোকাবিলায় উপত্যকায় কোমর বাধিয়া মাঠে নামিয়া পড়িয়াছে সেনা। ২০০০ বাড়তি সেনা মোতায়েন করা হইয়াছে জম্মু ও কাশ্মীরে। ১২ বছর পর জম্মুর পাহাড়ের চূড়ায় মোতায়েন রহিয়াছে সেনা। উদ্দেশ্য, গুলির যুদ্ধ শুরু হইলে জঙ্গিদের পাহাড়ের উপর পর্যন্ত নিয়ে আসা। পাশাপাশি লুকাইয়া থাকা জঙ্গিদের খোঁজিয়া জায়গায় জায়গায় শুরু হইয়াছে চিরুনি তল্লাশি। যেকোনো মূল্যে জঙ্গিদের মোকাবেলা করিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং দেশপ্রেমিক জনগণ প্রস্তুত রহিয়াছেন।

গুজরাট ও কেরলে এখনই থামবে না বৃষ্টি, দিল্লিতেও ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি.স.): গুজরাটে ভারী বৃষ্টিপাত চলবে আগামী ৪ আগস্ট পর্যন্ত। গুজরাটের বিভিন্ন রাজ্যে আগামী ৪ আগস্ট পর্যন্ত থাকবে দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) পূর্বাভাসে এমনটাই জানিয়েছে। এছাড়াও দেশের আরও কয়েকটি রাজ্যের ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর ।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর কেরলের উত্তরের ৪টি জেলায় রেড অ্যালার্ট জারি করেছে - কোঝিকোড়, ওয়ানাড, কান্নুর এবং কাসারাগোড় জেলায় এই সতর্কতা থাকছে। আইএমডি জানিয়েছে, এর্নাকুলাম, ইদুক্কি, ত্রিশুর, পালাক্কাদ এবং মালাপ্পুরমে কমলা সতর্কতা জারি রয়েছে। ওয়ানাড, ত্রিশুর, পালাক্কাদ, মালাপ্পুরম, কোঝিকোড়, কান্নুর এবং কাসারগোড় জেলার বৃহস্পতিবার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি রয়েছে।পূর্ব মধ্যপ্রদেশে ২ আগস্ট এবং পশ্চিম ও মধ্য মধ্যপ্রদেশে বৃষ্টি চলবে ৩ আগস্ট পর্যন্ত। কোঙ্কন ও গোয়ায় বৃষ্টি চলবে আগস্টের ৩ তারিখ পর্যন্ত। ছত্তিশগড়ের বিভিন্ন জেলাতেও ২ আগস্ট পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। দিল্লি, পঞ্জাব, চণ্ডীগড়, হরিয়ানা এবং হিমাচল প্রদেশেও আগামী ২৪ ঘন্টা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি প্রত্যাশিত।

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, উত্তরেও বর্ষণের পূর্বাভাস

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি.স.): কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করলো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ২ আগস্ট পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃষ্টি হবে কলকাতাতেও। উত্তরবঙ্গের জন্য ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে আগামী ৪ আগস্ট পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে। বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরেই রয়েছে। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৬ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘন্টায় হুগলি, পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ২ আগস্ট পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত। এই সময়ে বৃষ্টি হবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরেও ।আলিপুর আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে দার্জিলিং, কালিম্পঙ, জলপাইগুড়ি জেলায় ২ আগস্ট ভারী বৃষ্টি হবে। এরপর ৩ আগস্ট দার্জিলিং, কালিম্পঙ, জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুর জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ৪ আগস্ট ভারী বৃষ্টি হবে আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায়।

কার্গিল বিজয় দিবস

বিশ্বের সবথেকে উঁচু স্থানে হওয়া যুদ্ধগুলির মধ্যে অন্যতম কারগিল যুদ্ধ। এই লড়াইয়ে ভারতের অন্তত ৫৩৭ জন জওয়ান শহিদ হন। আর আহত হন প্রায় ১৩৬৩ জন জওয়ান। প্রায় দুই লক্ষ সেনার উপর 'অপারেশন বিজয়'-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কারগিলে মোতায়েন ছিলেন প্রায় ৩০,০০০ ভারতীয় জওয়ান। অনুপ্রবেশকারীদের নিকেশের পর ভারতীয় সেনা যখন তাদের তল্লাশি চালায়, প্রত্যেকের কাছ থেকে পাকিস্তানের পরিচয়পত্র পাওয়া যায়। পাকিস্তানের দাবি অনুযায়ী, কারগিল যুদ্ধে সে দেশের ৩৫৭ জন সৈনিকের মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় সেনার তদন্তে অন্য তথ্য উঠে এসেছিল। তিন হাজারেরও বেশি পাকি সেনাকে জান্নাতের রাস্তা দেখানো হয়। যাঁদের বেশিরভাগই পাকিস্তানের প্যারা মিলিটারি ফোর্সের জওয়ান ছিল। ১৯৯৯ সালের পর এঁদের রেগুলার রেজিমেন্টে শামিল করা হয়।

কার্গিল যুদ্ধ বা কার্গিল সংঘর্ষ ১৯৯৯ সালের মে-জুলাই মাসে কাশ্মীরের কার্গিল জেলায় ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘটিত একটি সশস্ত্র সংঘর্ষ। পাকিস্তানি ফৌজ ও কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদীরা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ডি ফ্যাক্টো সীমান্তরেখা হিসেবে পরিচিত নিয়ন্ত্রণ রেখা বা লাইন অফ কন্টোল পেরিয়ে ভারতে ঢুকে পড়লে এই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। যুদ্ধ চলাকালীন ও যুদ্ধের অব্যবহিত পরে পাকিস্তান এই যুদ্ধের দায় সম্পূর্ণত কাশ্মীরি জঙ্গিদের উপর চাপিয়ে দেয়। তবে যুদ্ধের পর ফেলে যাওয়া তথ্যপ্রমাণ এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপ্রধানের পরবর্তীকালের বিবৃতি থেকে স্পষ্টতই জানা যায় যে পাকিস্তানের আধাসামরিক বাহিনীও এই যুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। এই বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জেনারেল আশরাফ রাশিদ।

কারগিল যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ১৯৯৯ সালের ২৮ মার্চ তৎকালীন পাক সেনা প্রধান পারভেজ মুশারফ নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। আর ভারতে নাকি এক রাত কাটিয়েও গিয়েছিলেন। ১৯৯৮ সাল থেকেই কারগিলে অনুপ্রবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছিল পাক সেনা। প্রায় ৫০০০ জওয়ানকে কারগিলে প্রবেশের জন্য পাঠিয়েছিলেন মুশারফ। ভারত-পাকিস্তান দুই দেশই তখন পারমাণবিক শক্তিধর দেশ ছিল। যুদ্ধে পিছিয়ে পড়ে ভারতের বিরুদ্ধে নাকি পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগের পরামর্শও দিয়েছিলেন সেনা প্রধান মুশারফ। ভারত যাতে এই যুদ্ধে পাকিস্তানের সঙ্গে পেরে উঠতে না পারে তার জন্য পাক বাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছিল চিনা সেনার আর্টিলারি বাহিনীও। কারগিল যুদ্ধের সময় ভারতীয় এয়ারফোর্সের 'সফেদ সাগর' অপারেশন খুবই কার্যকর ছিল। প্রথমবার এই যুদ্ধেই ভারত ৩২০০০ ফুট উচ্চতা থেকে যুদ্ধবিমান ব্যবহার করেছিল। এত উচ্চতায় পরিস্থিতি এতটাই প্রতিকূল হয় যে, প্রশিক্ষিত পাইলটেরও বিমানের ভিতর দম বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কারগিল যুদ্ধে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার গোলাগুলি ও রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছিল। শেষে ১৯৯৯ সালের ২৬ জুলাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী কারগিল যুদ্ধের ইতি ঘোষণা করেন। ঘোষণা করেন ভারতের এই বিজয় দিবসের। কার্গিল যুদ্ধে দুর্বুদ্ধিজীবীরা তাদের ব্যাপক কর্মকাণ্ড দেখিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ তো তখন বাম রাজনীতির ক্ষুধিত পাষাণে বন্দি। যখন আমাদের দেশের সৈন্যবাহিনী জীবন পন রেখে লড়াই করছে পাকিস্তানি হানাদারের বিরুদ্ধে ,তখন এই দুর্বুদ্ধিজীবীরা নানারকম বোলচাল আরম্ভ করে দিয়েছিল। সাধারণ লোকে এরকম কথা বললে তাদের হেটো লোকের উৎপটাং কথা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়। তাতে হেটো মানুষ কিছু মনে করতো না।কারণ তার মাথায় এত বুদ্ধি নেই ,তাই বলার পিছনে কোন উদ্দেশ্য নেই, নেহাতই বলবার জন্য বলেছে। কিন্তু দুর্বুদ্ধিজীবীরা তো আর হেঁটো non intellectual নন। তাদের নামের পিছনে গুছিয়ে রয়েছে কিছু ডিগ্রী। তাদেরকে আবার লোকের সর্বহারা নেতা বলেছে। আবার তারাই সর্বহারা নেতা হয়ে বুর্জোয়া স্টাইলে জীবন-যাপন করে। প্রলেতারিয়েতদের খরচে বহুবার বিদেশে গিয়েছে। ভোগ বিলাসে অতিবাহিত করেছে। দুর্বুদ্ধিজীবীরা বিনা উদ্দেশে কোনো কাজ করে না। তারা কূটনৈতিক তর্ক তুলে,তাতে তার পরিষ্কার উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের মনে যুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলা। দেশের মানুষের মধ্যে অবান্তর ব্যাপারে একে অপরের বিরুদ্ধে মনকষাকষি তৈরি করা। আমাদের দেশের ঐতিহ্যকে ,আমাদের দেশের সাফল্যকে খাটো করে দেখানো। আমাদের ক্ষয়ক্ষতি কে বড় করে দেখানো। সে ইতিহাস বললে কয়েকটি পর্ব হয়ে যাবে।

দিন আসে দিন চলে যায়! আনুষ্ঠানিকতায়, পালা-পার্বনে, উৎসবে-স্মরণে পালিত হয় দিবস। থেকে যায় স্মৃতি। শুধু আচারে নয়- চেতনায় যদি ধারন করতে পারি সেই প্রকৃত মৌলিক আবেদনকে- তবেই তা আমাদের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, ভবিষ্যত পথ চলার দিশারী হয়ে আমাদের চালিত করে। আমাদের সংগ্রাম সবসময়ই ছিল অন্যায়, অবিচার, অনাচার, শোষন, জুলুম আর স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে। তা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ মোড়কে হোক বা ইসলামের দোহাই দেয়া পাকি মোড়কে হোক। অথবা বর্তমানের সীমিত গণতন্ত্রের নামের মুসলিম তোষণকারী জিহাদি স্বৈরাচারের মোড়কে হোক। সে লড়াইয়ে যারাই অংশ নেয় নিয়েছে বরণ করেছে, করতে হয়েছে মৃত্যু, গুম, খুন, ক্রশফায়ার, জেল জুলুম, হুলিয়া, দেশত্যাগ সহ মানবিয় যত বিপত্তি তৈরি করা সম্ভব সে সবের মোকাবেলা করেই। আমরা গর্বের সাথে তাই বিজয় দিবস যেমন পালন করব। ঠিক তেমন করেই এই শহিদ দের ত্যাগকে বিফলে যেতে দেব না।

(সৌজন্যে বার্তা টুডে)

বরাক উপত্যকা কেন শান্তির দ্বীপ ?

পার্থপ্রতিম সেন

অসমে বরাক উপতাকার প্রতি অমতই অবিচার হোক, যতই বঞ্চনা হোক, জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও রাজনৈতিক দলাদলি নির্বিশেষে সাম্প্রতিককালে বরাক উপত্যকায় কোনো সম্মিলিত গণ-আন্দোলন গড়ে উঠেনি। তাই কি বরাক উপত্যকা শান্তির দ্বীপ? বরাক উপত্যকা শান্তির দ্বীপের তকমা কখন গেয়েছিল। গত শতাব্দীর সত্তর দশকের শেষদিক থেকে যখন আসাম-সহ উত্তর পূর্বের বিভিন্ন রাজ্য বিদেশি বিতাড়নের নামে বিধ্বংসী আন্দোলনে অশান্ত হয়ে উঠেছিল, তখন বরাক উপত্যকা শান্ত ছিল। বরাক উপত্যকায় বিদেশি বিতাড়নের কোনও আন্দোলন ছিল না। তখন থেকেই বরাক উপত্যকার সম্ভবতঃ এই শান্তির দ্বীপের তকমা।

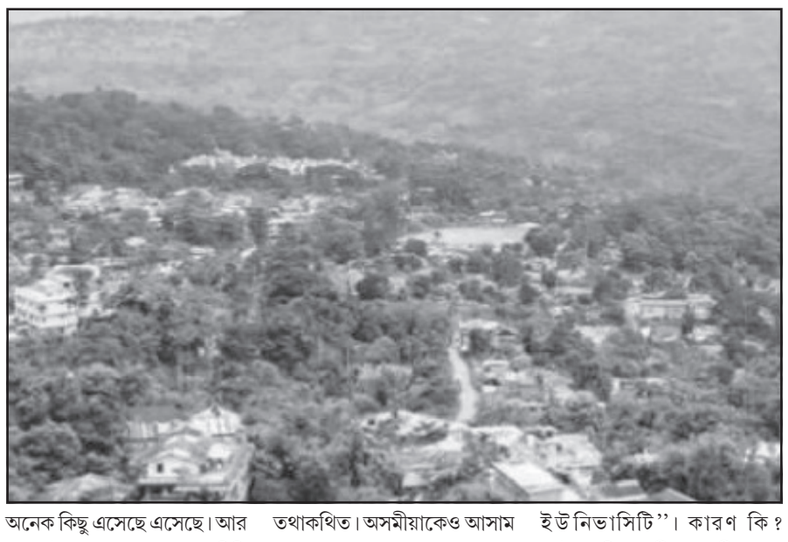

তবে অসমে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সেই সময় ছাত্র সংগঠন আসু (অল অসম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন) এবং বোড়ো ও অন্যান্য জাতি উপজাতি বিদেশি বিতাড়নের জন্য তীর আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁদের অর্থনৈতিক দাবি-সহ অন্যান্য বিভিন্ন দাবি আদায়ে সক্ষম হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির আমলে ১৯৮৫ সালের ১৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, অল অসম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন বা আসু এবং রাজনৈতিক দল "অসম গণ পরিষদের" মধ্যে "অসম চুক্তি" স্বাক্ষরিত হয়। আসাম চুক্তি অনুযায়ী পয়লা জানুয়ারি ১৯৬৬ সালের আগে যাঁরা অসমে এসেছেন, তাঁদের নাম অসমের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আর যাঁরা পয়লা জানুয়ারি ১৯৬৬-এর পর এবং ২৫ মার্চ, ১৯৭১ এর আগে এসেছেন, তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় উঠবে কিনা, সেটা ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল-এর মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। তবে অসম চুক্তিতে শুধু বিদেশি সনাক্তকরণের দিনক্ষণ স্থির করা হয়নি, অর্থনৈতিক বিষয় সহ আরো অন্যান্য বিষয়ও ছিল। অসম চুক্তিতে বলা হয়েছিল অসমীয়া মানুষদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ভাষিক পরিচয় এবং ঐতিহ্য রক্ষা, সংরক্ষণ এবং উন্নীত করার জন্য সাংবিধানিক, আইনি এবং প্রশাসনিক নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। প্রশ্ন হল, অসমীয়া মানুষ বলতে কাদের বোঝায়? অসম চুক্তিতে বা অন্য কোথায়ও অসমীয়া মানুষের সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি যদিও অসমে আবহমান কাল থেকে বাঙালি জাতি-সহ বিভিন্ন জাতি জনজাতি, উপজাতির বাস। তবে এটা বোঝা যায় যে অসম নামে ভৌগলিক অঞ্চল বা রাজ্যের মধ্যে বংশ পরম্পরায় অনেক বছর ধরে যারা বসবাস করছে, তাঁরাই অসমের অধিবাসী হবে। যেমন বরাক উপত্যকার বাঙালি ও অন্যান্য জাতি, উপজাতি এবং ব্রহ্মপুত্র উপতাকার আহোম, বোড়ো, মিসিং, কার্বি, ডিমাসা, বাঙালি এবং অন্যান্য জাতি, উপজাতি, জনজাতি সবাই অসমবাসী বা অসমের মানুষ কারণ তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে অসমে বসবাস করছেন। তাই বরাক উপত্যকার বাঙালি ও অন্যান্য জাতি উপজাতি সহ অসমের বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও জনজাতি সহ সবাই "অসম চুক্তি" অনুযায়ী সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ভাষিক পরিচয় ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নত করার অধিকারী। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, বরাকের বা বাঙালিদের ভাষা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নতিকরণের ক্ষেত্রে অসম রাজ্যে সময় সময় একপ্রকার উদাসীনতা ও উপেক্ষা পরিলক্ষিত হয়। আসাম চুক্তিতে আরও বলা হয়েছে অসম প্রদেশের দ্রুত সর্বাত্মক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার চেষ্টা করবে যাতে করে আসামের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হয়। বরাকবিশেষ কিছু করা হচ্ছে না। কোনো শিল্প স্থাপন করা হচ্ছেনা। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রার্থীদের তুলনায় বরাক উপত্যকার প্রার্থীদের সমান সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। কেন এই বঞ্চনা। বরাক উপত্যকার ক্ষেত্রে আসাম চুক্তির উন্নয়নের ধারাগুলি কি প্রযোজ্য নয়। তারপর আসাম চুক্তিতে আরও বলা হয়েছে জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে আসামে শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতিকল্পে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে। আসাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর গত চল্লিশ বছরে বরাক উপত্যকায় একমাত্র আসাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া শিক্ষা বা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত কি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই চল্লিশ বছরে বরাক উপত্যকা থেকে বিভিন্ন দলের কত বিধায়ক, সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন তবুও বরাক উপত্যকার জন্য কোনো শিল্প (দ্রুত্মভঙ্গ) বা জাতীয় স্তরের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান আনা সম্ভব হল না কেন, সেই প্রশ্নই তো বরাক উপত্যকার সাধারণ মানুষের মনে বারবার ঘোরপাক খাচ্ছে। এই আসাম চুক্তির হাত ধরেই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নুমলিগড় তৈল শোধনাগার, আইআইটি ও আরো অনেক কিছু এসেছে এসেছে। আর বরাক উপত্যকায় কাগজ কল, চিনি কল ইত্যাদি বন্ধ হয়েছে। তাই আজ তুলনামুলকভাবে রহ্মপুত্রউপত্যকা কি আসামের বাইরে। তাহলে কেন বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উপত্যকার প্রভুত উন্নয়ন হচ্ছে। আসামে সময় সময় তথাকথিত অন অসমীয়াদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আসাম জাতীয়তাবাদের ভাবনা জাগ্রত করে রাখা হচ্ছে। তাই প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে নিজেদের ভোটের স্বার্থে আসাম জাতীয়তাবাদকে তুষ্ট করে চলা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। বরাক উপত্যকায় বাঙালি ও অন্যান্য জাতি একসঙ্গে মিলে বরাক উপত্যকার জনগণের স্বার্থে কোনো সংগঠিত অরাজনৈতিক আন্দোলন তেমনভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সেটা সেটা আছে। কিছুদিন আগে আগে ঋঞ্জ-এর বিরুদ্ধে ব্রহ্মপুত্র উপতাকায় আসুর নেতৃত্বে পঞ্চাশটির মতো অরাজনৈতিক সংগঠন প্রতিবাদ ও আন্দোলন করেছে। এই অরাজনৈতিক জাতীয়বাদী সংগঠনগুলো তাদের ঘনঘন প্রতিবাদ আন্দোলন ও সক্রিয়তার মাধ্যমে একদিকে যেমন প্রতিটি অসমীয়া মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রবিষ্ট করে রেখেছে, অন্যদিকে তেমনি পরোক্ষভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মকান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তবে তাঁরা জানে একজন তথাকথিত। অসমীয়াকেও আসাম থেকে বের করা যাবে না। সাময়িকভাবে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে শুধু যন্ত্রণা দেওয়া যাবে। কারণ বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের এ ব্যাপারে কোনো প্রত্যার্পণ চুক্তি নেই। তাছাড়া বাংলাদেশ তো সেদিন গড়ে উঠেছে আর ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ থেকে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে পূর্ববঙ্গ সহ এই পুরো অঞ্চলটি ভারতের অংশ ছিল এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ আসামে সময় গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল, তাই তখন দিল্লীর টনক নড়েছিল। বরাকের জন্য মাতৃভাষার অধিকার পাওয়া গিয়েছিল। তারপর থেকে তো বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে বরাকে কোনো অর্জন নেই। আসামে ত্রিশ শতাংশ বাংলা ভাষাভাষী হওয়া সত্বেও বাংলা আসামের দ্বিতীয় রাজ্যভাষাও হল না এবং শিলচর রেলস্টেশনের নামও ভাষা শহীদ স্টেশন হল না। শুধু আরো গুলি চলল, আরো ভাষা শহীদের সংখ্যা বাড়লো। শিলচরে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার সময়ও কিছুটা আন্দোলন হয়েছিল, তাই হয়তো ইউনিভার্সিটি পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু আসামের জাতীয়তাবাদী চাপে, তখন তেজপুরেও একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছিল। আশ্চর্যজনক ভাবে তেজপুরে অবস্থিত বলে, সেখানকার ইউনিভার্সিটির নাম হয়েছিল তেজপুর ইউনিভার্সিটি। কিন্তু শিলচরে স্থাপিত ইউনিভার্সিটির নাম "শিলচর ইউনিভার্সিটি" না হয়ে, হয়ে গেল "আসাম ইউনিভাসিটি"। কারণ কি? সেটাও কি জাতীয়তাবাদী চাপ। শিলচর কি আসামের বাইরে। "শিলচর ইউনিভার্সিটি" নাম হলে কি অসুবিধা ছিল। সাধারণত। তো জায়গার নাম দিয়েই ইউনিভার্সিটির নাম হয় যেমন গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি, কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি। রাজ্যের নাম দিয়ে তো ইউনিভার্সিটির নাম বিশেষ শোনা যায় না। আজকে বরাক উপত্যকায় উন্নয়নের কি চেহারা, আসামে বাঙালিদের কি অবস্থা? বর্ষার শুরুতে শিলচর শহর জলমগ্ন হয়, সম্পূর্ণ বরাক উপত্যকা একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে রূপান্তরিত হয়, সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যাহত, কি চেহারা, আসামে বাঙালিদের কি অবস্থা। বর্ষার শুরুতে শিলচর শহর জলমগ্ন হয়, সম্পূর্ণ বরাক উপত্যকা একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে রূপান্তরিত হয়, সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যাহত, বায়ু যোগাযোগের ক্ষেত্রে চড়া মূল্য দিতে হয়। সেই আবহমানকাল থেকে গুয়াহাটি থেকে শিলং হয়ে বরাক উপত্যকায় আসার পাহাড়ি রাস্তায় বর্ষাকালে ধ্বস পড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্তব্ধ হয়ে যেত, আজও স্বাধীনতার প্রায় ৭৭ বছর পরও সেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার ঐতিহ্য নিয়ে আমরা বেঁচে আছি বরাক উপত্যকায়। আমাদের দেশ বিশ্বের পঞ্চম অর্থনীতি বলে আমরা গর্ব করছি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতেও আমরা অভূতপূর্ব সাফল্যের জয়গান করছি, "লুক ইস্ট" পলিসি, "অ্যাক্ট ইস্ট" পলিসির কথা বলছি ও শুনছি, কিন্তু দুঃখ ও দূর্ভাগ্যের ব্যাপার এই যে স্বাধীন ভারতের এই উত্তরপূর্ব প্রান্তে বরাক উপত্যকার জন্য সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী সমাধান এখনও যে কেন করা গেল না. সেটা নিশ্চিত ভাবেই বোধবুদ্ধির অতীত। সরকারের সাধ্য সামর্থা থাকা সত্বেও, একমাত্র সদিচ্ছার অভাবের জন্যই হয়তো এরকম হয়। আমাদেরও দুর্বলতা আছে সেটা হল তীব্র সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা এই সুবিধা আদায় করে নিতে পারেনি। পরিশেষে বলতে হয়, একমাত্র অরাজনৈতিক ও সমস্ত রাজনৈতিক ভাবাপন্ন সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলনই বরাকের উন্নয়নের গ্যারান্টি দিতে পারে। ভোটের সময় যে দলকে, যে ব্যক্তিকে ভালো লাগে, ভোট দিন। কিন্তু বরাকের স্বার্থে বরাকস্বার্থবাদী হয়ে গণ আন্দোলন গড়ে যদি দিসপুর-দিল্লীর টনক নড়ানো যায়, তাহলে উন্নয়ন কিছুটা হতে পারে, অবিচার-বঞ্চনা কিছুটা দূর হতে পারে। না হলে হয়তো নয়। রাজনৈতিক দলাদলি তো থাকবেই কিন্তু বরাকের উন্নয়নের স্বার্থে রাজনৈতিক দলাদলি ভুলে বা পাশে সরিয়ে রেখে জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে বরাকের চল্লিশ লক্ষ জনগণ যদি গণআন্দোলন গড়ে তুলতে পারে, তবে। হয়তো বরাক উপত্যকায় কিছুটা সুদিনের আশা করা যায়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

যাত্রীদের সুবিধার্থে দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার মেয়াদ বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ১ আগস্ট, ২০২৪: যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করার জন্য, আগস্ট, ২০২৪-এর ১ম সপ্তাহ থেকে উভয় দিক থেকে চারটি ট্রিপের জন্য সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন নং. ০৩০২৭/০৩০২৮ (হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া) ও উভয় দিক থেকে পাঁচটি ট্রিপের জন্য সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন নং. ০৩১০৫/০৩১০৬ (শিয়ালদহ-জাগীরোড-শিয়ালদহ)-এর পরিষেবা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। স্পেশাল ট্রেনটি বিদ্যমান পরিষেবার দিন, সময় ও স্টপেজ সহ চলাচল করবে।

সেই অনুসারে, ট্রেন নং. ০৩০২৭ (হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি) সাপ্তাহিক স্পেশাল ৭ আগস্ট থেকে ২৮ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবারে হাওড়া থেকে ২৩:৫৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১০:৪৫ ঘন্টায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছাবে। ফেরৎ যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৩০২৮ (নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া) সাপ্তাহিক স্পেশাল ৮ আগস্ট থেকে ২৯ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ১২:৪৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০০:১০ ঘন্টায় হাওড়া পৌঁছাবে। উভয় দিকের যাত্রাকালে স্পেশাল ট্রেনটি কিষানগঞ্জ, মালদা টাউন, আজিমগঞ্জ, কাটওয়া ও ব্যান্ডেল ইত্যাদি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে। ট্রেন নং. ০৩১০৫ (শিয়ালদহ - জাগীরোড) সাপ্তাহিক স্পেশাল ২ আগস্ট থেকে ৩০ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবারে শিয়ালদহ থেকে ০৯:০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০৬:৩০ ঘন্টায় জাগীরোড পৌঁছাবে। ফেরৎ যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৩১০৬ (জাগীরোড-শিয়ালদহ) সাপ্তাহিক স্পেশাল ৩ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবারে জাগীরোড থেকে ১৩:০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৩:০০ ঘন্টায় শিয়ালদহ পৌঁছাবে। উভয় দিকের যাত্রাকালে স্পেশাল ট্রেনটি গুয়াহাটি, গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ জলপাইগুড়ি, কিষানগঞ্জ, মালদা টাউন, জঙ্গিপুর রোড, আজিমগঞ্জ, ব্যান্ডেল ও নৈহাটী ইত্যাদি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে। এই রুটগুলিতে চলাচল করা অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা আরামদায়ক যাত্রার জন্য এই সুযোগ নিতে পারবেন।

এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

মোদী সরকারের শীর্ষ অগ্রাধিকার মানসম্পন্ন এবং পুষ্টিকর খাবার ; ভারত ব্র্যান্ডের অধীনে চাল, আটা বিক্রি চলবে: শ্রী যোশী

নয়াদিল্লী, ১ লা আগস্ট ২০২৪: কেন্দ্রীয় ভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও সার্বজনীন বিতরণ এবং নতুন ও নবায়নযোগ্য শক্তির মন্ত্রী শ্রী প্রহ্লাদ যোশী আজ ঘোষণা করেছেন যে শস্যের ঘাটতিপূর্ণ রাজ্যসমূহ ১লা আগস্ট, ২০২৪ থেকে ই-নিলামে অংশগ্রহণ না করেও খোলা বাজার বিক্রি যোজনা (ঘরোয়া) (ওপেন মার্কেট সেলস স্কিম-ওএমএসএস) এর অধীনে ভারতীয় খাদ্য নিগম (এফসিআই) থেকে সরাসরি কিনতে পারবে। নতুন ক্রয় মরশুম শুরু হওয়ার আগে মজুত ভান্ডারের বিশাল অবশিষ্টাংশ কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ওএমএসএসএর অধীনে, খাদ্য ও সার্বজনীন বিতরণ বিভাগ, ভারত সরকারের, প্রতি কুইন্টাল (পরিবহনের খরচ ব্যতীত) ২,৮০০ টাকায় সরাসরি রাজ্যগুলিতে শস্য সরবরাহ করবে। শ্রী যোশী যোগ করেছেন যে, রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি যদি ব্যক্তি প্রতি নির্ধারিত ৫ কেজি বিনামূল্যে শস্যের বেশি সংগ্রহ করতে চায়, তবে তারা কুইন্টাল প্রতি ২,৯০০ টাকার পরিবর্তে একই দামে প্রতি কুইন্টাল ২,৮০০ টাকায় সংগ্রহ করতে পারে। তিনি আরও বলেন যে "ভারত" ব্র্যান্ডের অধীনে আটা এবং চাল বিক্রি যা ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত চলবে।

প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনার উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন যে কেন্দ্র প্রায় ৮১.৩৫ কোটি উপকারভোগীদের (অর্থাৎ অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা (ঙ্ছু) পরিবার এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পরিবার এর তালিকাভুক্ত (ঞ্ছছ) সুবিধাপ্রাপকদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনা-এর অধীনে ১ লা জানুয়ারী, ২০২৪ থেকে পাঁচ বছরের জন্য কার্যকর হবে যার আনুমানিক আর্থিক ব্যয় ১১.৮০ লক্ষ কোটি টাকা সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবে। এই প্রকল্প এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় এবং সর্ববৃহৎ খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি, এই মন্তব্য করে শ্রী যোশী। বলেন ২০২৩-২৪ সালে বিতরণ করা খাদ্যশস্য ৪৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন এবং জুন ২০২৪ পর্যন্ত, কেন্দ্র ১২৫ লক্ষ মেট্রিক টন বিতরণ করেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন যে রক্তাল্পতা এবং পুষ্টি-ঘাটতি মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনা প্রকল্পের অধীনে সরকার তিনটি ধাপ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে এবং পছন্দ মাফিক খাদ্যশষ্যের জাত বাছাই করার বদলে উল্লেখিত শ্রেণীর গ্রাহকদের জন্য উন্নত পুষ্টিকর চাল সরবরাহ করা হচ্ছে। তিনি মন্তব্য করেন, 'মানসম্মত খাদ্য এবং পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা প্রধানমন্ত্রী মোদী সরকারের শীর্ষ অগ্রাধিকার।

খাদ্যের উচ্চ মূল্যস্ফীতির বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'টমেটোর দাম স্থিতিশীল রয়েছে এবং পি এস এফ ব্যবহার না করেই ভর্তুকিযুক্ত টমেটো ৬০ টাকা কেজিতে উপলব্ধ করেছে'। শ্রী যোশী বলেন যে ডাল চাষের এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকদের কাছ থেকে ১০০ শতাংশ ডাল সংগ্রহ করা হবে।

শ্রী যোশী আরও জানান যে, ইথানল উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ১৫৮৯ কোটি লিটার বেড়েছে, যা দেশের অভ্যন্তরীণ ইথানলের প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট। প্রায় ১.০৫ লক্ষ কোটি টাকা প্রদানের মাধ্যমে, বর্তমান চিনি মৌসুমের জন্য ৯৪.৮ শতাংশ এরও বেশি বকেয়া সর্বনিম্ন স্তরে নিয়ে আখের বকেয়া পরিশোধ করা হয়েছে। তিনি জানান যে, যে কৃষকদের স্বার্থে, ২০২১-২২ বছরে চিনি মরশুমের আখের বকেয়া প্রায় ৯৯.৯ শতাংশ মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রী যোশী বলেন, পূর্ববর্তী চিনি মৌসুম ২০২২-২৩-এর জন্য, বেতের বকেয়া হিসাবে প্রদেয় ১,১৪,৪৯৪ কোটি টাকা, প্রায় ১, ১৪,২৩৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে এবং মাত্র ২৫৯ কোটি টাকা বকেয়া পরিশোধ করতে হবে। এইভাবে, কৃষকদের প্রায় ৯৯.৮ শতাংশ বকেয়া পরিশোধ করা হয়েছে,।

এক দেশ এক রেশন কার্ড নিয়ে শ্রী যোশী উল্লেখ করেন যে আজ পর্যন্ত দেশব্যাপী ১৪৫ কোটি টাকার লেনদেন করা হয়েছে। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন সুবিধাপ্রাপকদের জন্য মোট ২৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আন্তঃরাজ্য বা রাজ্যের জন্য দেওয়া হয়েছে।

হাইলাকান্দিতে মুখ্যমন্ত্রীর লোকসেবক আরোগ্য যোজনার প্রশিক্ষণ

হাইলাকান্দি (অসম), ১ আগস্ট (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার সরকারি কর্মচারীদের মুখ্যমন্ত্রী লোকসেবক আরোগ্য যোজনা শীর্ষক বিমা কর্মসূচির আওতায় আনতে বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসনের সভাকক্ষে জেলার ড্রয়িং অ্যান্ড ডিসবারসিং অফিসারদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় জানানো হয়েছে, গত বছরের অক্টোবর মাস থেকে এই বিমা কর্মসূচি চালু হলেও এখনও অনেক কর্মচারী এতে রেজিস্ট্রেশন করেননি। কিন্তু রেজিস্ট্রেশন না করলেও সব আধিকারিক ও কর্মচারীর বেতন থেকে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের অর্থ কাটা হচ্ছে। তবে অর্থ কাটা হলেও যাঁদের রেজিস্ট্রেশন হয়নি তাঁরা চিকিৎসা বাবদ কোনও অর্থ ফিরে পাওয়ার জন্য ক্লেইম বা দাবি করতে পারবেন না।

তাই যাঁদের রেজিস্ট্রেশন এখনও হয়নি তাঁদেরকে অবিলম্বে রেজিস্ট্রেশন করার আবেদন জানানো হয়েছে। ডিডিসি অ্যান্ডাড ফাইরিমের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় এডিসি লাইরহলু খেনতে সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

সভায় আরও জানানো হয়েছে, রাজ্য সরকারের কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়িরা এই বিমার যোগ্য নন। রেগুলার স্টেট এমপ্লয়ী এবং রাজ্য সরকারের পেনশন প্রাপকরা এই বিমার আওতায় আসবেন।উল্লেখ্য এই বিমার জন্য রাজ্য সরকারের আধিকারিক ও কর্মচারীদের কাছ থেকে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর জন্য ১২৫ টাকা, তৃতীয় শ্রেণির জন্য ২২৫ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য ৩২৫ টাকা এবং প্রথম শ্রেণির আধিকারিকদের জন্য ৫০০ টাকা করে অর্থ মাসিক বেতন থেকে কাটা হচ্ছে। এই বিমার আওতায় আসলে কর্মচারী এবং আধিকারিকদের পরিবারের সবার চিকিৎসার জন্য ব্যয় হওয়া অর্থের রিইমবারসমেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে।

হাইলাকান্দিতেও অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন, শুরু গাছের চারা রোপণ

হাইলাকান্দি (অসম), ১ আগস্ট (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন কর্মসূচিতে পাঁচ লক্ষ গাছের চাড়া রোপণ শুরু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার হাইলাকান্দি সার্কিট হাউসে গাছের চারা রোপণ করে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন ডিডিসি অ্যান্ডাড ফাইরিম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নগর জীবিকা মিশনের এসএইচজি কর্মকর্তারা তাঁদের মায়েদের নিয়ে 'এক পেড় মাকে নাম', অর্থাৎ 'মায়ের নামে একটি গাছ রোপণ করুন' শীর্ষক কর্মসূচিতে গাছের চারা রোপণ করেছেন।

উল্লেখ্য, আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত জেলায় ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার গাছের চারা রোপণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। সে অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন আগামী ৫ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। স্থ্রদ্মন:থত্নথ.থন্ন্মথদ্ব.ত্ত্বন্তুদ্র/ন্দ্রত্রনত্বদ্রদ্বত্র পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন করে বন বিভাগ থেকে প্রাপ্ত গাছের চারাটি জিও ট্যাগ যুক্ত করা এবং মোহর সংবলিত গাছের চারা সহ সেলফি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন মোবাইল অ্যাপ বা ওয়েব পোর্টালে আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত আপলোড করতে হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন থেকে আবেদন জানানো হয়েছে।

ফটো আপলোড করার পোর্টাল থত্নথ.থন্ন্মথদ্ব.ত্ত্বন্তুদ্র অথবা স্থ্রদ্মন://দ্বত্রন্তুত্র.ত্ত্বন্তুদ্র। এই কর্মসূচির জন্য জেলার সব বিভাগে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ইতিমধ্যে ধার্য্য করা হয়েছে।

এদিকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিডিসি ফাইরিম এবং ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার অখিল দত্ত জলবায়ু ও আবহাওয়ার পরিবর্তন রোধে গাছের চারা রোপণ করে সবুজায়ন গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়ে বক্তব্য পেশ করেছেন।

প্রথম অলিম্পিকে স্বপ্নভঙ্গ নিখাত জারিনের, হেরে গেলেন চিনা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে

প্যারিস, ১ আগস্ট (হি.স.): জীবনের প্রথম অলিম্পিকে স্বপ্ন ভঙ্গ হল নিখাত জারিনের। শেষ ষোলোয় হেরে গেলেন তিনি। বৃহস্পতিবার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে চিনের ইয়ুকে হারাতে পারলে পদক পাওয়ার সম্ভবনা থাকত নিখাতের। কিন্তু শুরু থেকেই ইয়ু নিখাতকে চাপে রাখেন। এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ী ও বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েন নিখাত। প্রথম রাউন্ডে পাঁচ বিচারকই ইয়ুকে এগিয়ে রাখেন। তবে দ্বিতীয় রাউন্ডে ফেরার চেষ্টা করেন নিখাত।কিন্তু দুটি রাউন্ডের পরে দুই বিচারক ইয়ুকেই এগিয়ে রাখেন। বাকি তিন বিচারক দুইজনকে এক পয়েন্ট দিয়েছিলেন। কিন্তু তৃতীয় রাউন্ডে আবার দাপট দেখান ইয়ু। এই রাউন্ডের শেষে পাঁচ বিচারকের পয়েন্টেই হারেন নিখাত।

ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ শুরু হওয়ার আগে শ্রীলঙ্কার দুই পেসার ইনজুরির কারণে বাদ পড়লেন

কলম্বো, ১ আগস্ট (হি.স.): ভারতের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ শুরু হওয়ার আগে শ্রীলঙ্কা শিবিরে বড় ধাক্কা। ইনজুরির কারণে ভারতের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজ খেলা হবে না দুই তারকা পেসার মাথিশা পাথিরানা এবং দিলশান মাদুশাঙ্কার। ভারতের সঙ্গে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার সময়ে কাঁধে অস্বস্তি অনুভব করছিলেন পাথিরানা। তাই শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড ওয়ানডে সিরিজে তাকে নামিয়ে ঝুঁকি নিতে চায় না। আর মাদুশাঙ্কা ছিটকে গেছেন হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে। পাথিরানার বদলে সুযোগ পেয়েছেন পেসার মোহাম্মদ সিরাজ।

আর মাদুশাঙ্কার বদলে প্লেয়ারের নাম ১ আগস্ট জানানো হবে বলে জানিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। তবে ২০২১ সালে শেষবার ওয়ানডে খেলা বিনুরা ফার্নান্দোকে বিকল্প হিসেবে নিতে চাইছে শ্রীলঙ্কা।

প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার অধীনে এলপিজি সংযোগ

নয়াদিল্লী, ১লা আগস্ট ২০২৪:সারা দেশে দরিদ্র পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা সদস্যদের নামে আমানত মুক্ত এলপিজি সংযোগ দেওয়ার জন্য ২০১৬ এর ১ মে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা (ঞ্চপ্তড্ড) চালু করা হয়েছিল। পি এম উজ্জ্বলা যোজনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল এই ধরনের দরিদ্র পরিবারগুলিতে পরিছন্ন রান্নার জ্বালানী এলপিজির সুবিধা প্রদান করা, যার ফলে গ্রামীন এলাকায় পরম্পরাগতভাবে চলে আসা রান্নার জ্বালানী যেমন কাঠ, কয়লা, গোবর ইত্যাদি ব্যবহারের সাথে জড়িত গুরুতর স্বাস্থ্যের ঝুঁকি হ্রাস করে তাদের সুস্বাস্থ্য রক্ষা করা যেতে পারে। এগুলোর ফলে বায়ু দূষণেরও গুরুতর ঘরোয়া কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রান্নার জ্বালানি হিসেবে এলপিজি ব্যবহার মহিলাদের জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের কষ্ট থেকে মুক্ত করে, রান্নার সময় কমায় এবং বন ধ্বংস রোধ করে। ১ জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত, সারা দেশে ১০.৩৩ কোটি উজ্জ্বলা যোজনা সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

দেশে এলপিজির ব্যবহার বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা ব্যবহারের জন্য প্রচারাভিযানের আয়োজন করা, সংযোগ তালিকাভুক্ত এবং বিতরণের জন্য মেলা/শিবিরের আয়োজন করা, বাড়ির বাইরে হোর্ডিং, রেডিও জিঙ্গেল, তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগ এর জন্য প্রচার গাড়ি এবং অন্যান্য প্রচলিত জ্বালানির তুলনায় এলপিজি ব্যবহারের সুবিধা এবং এলপিজির নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া, বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার অধীনে তালিকাভুক্তি/সচেতনতা শিবির, ভোক্তাদের এবং তাদের পরিবারের জন্য আধার তালিকাভুক্তির সুবিধা এবং প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা সংযোগ পাওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা, এলপিজি সংযোগ পাওয়ার জন্য প্রক্রিয়ার সরলীকরণ, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা সংযোগের জন্য ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.দ্মদ্বড্ড.ত্ত্বন্তুদ্র-এ অনলাইন আবেদন, নিকটতম এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটর, কমন সার্ভিস সেন্টার (সিএসসি) ইত্যাদি, ৫ কেজি ডাবল বোতল সংযোগের (ঙ্গঙ্কঙ্খ) বিকল্প, ১৪.২ কেজি থেকে ৫ কেজি বিকল্প, অভিবাসী পরিবারগুলির ঠিকানা এবং রেশন কার্ডের প্রমাণের পরিবর্তে স্ব-ঘোষণায় নতুন সংযোগ নেওয়ার বিধান।

অধিকন্তু, ওএমসিগুলি ক্রমাগত নতুন এলপিজি সরবরাহকারী খুলছে, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়। পি এম উজ্জ্বলা যোজনা প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে, ওএমসিগুলি সারা দেশে ৭৯০৫ টি সরবরাহকারী চালু করেছে, যার মধ্যে ৭৩২৫ টি (অর্থাৎ ৯৩ শতাংশ) গ্রামীণ এলাকায় পরিষেবা দিচ্ছে (০১.০৪.২০১৬ থেকে ৩০.০৬.২০২৪ পর্যন্ত চালু হয়েছে)। এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, পি এম উজ্জ্বলা যোজনা সুবিধাভোগীদের মাথাপিছু খরচ বছরে ৩.৯৫ পূর্ণ করা হয়েছে। উপরন্তু, দেশে এলপিজি ব্যবহার এপ্রিল ২০১৬ এর ৬২ শতাংশ থেকে বেড়ে এখন ১০০ শতাংশ এর কাছাকাছি হয়েছে।

স্বাধীন গবেষণা এবং তার ফলাফল দেখিয়েছে যে পি এম উজ্জ্বলা যোজনা গ্রামীণ পরিবার, বিশেষ করে মহিলাদের এবং গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জীবনে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। কিছু প্রধান সুবিধা নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল:

ঌ) পি এম উজ্জ্বলা যোজনা এর ফলে কাঠ, গোবর এবং ফসলের অবশিষ্টাংশের মতো কঠিন জ্বালানী পোড়ানোর সাথে জড়িত চিরাচরিত রান্নার পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে। পরিষ্কার জ্বালানির ব্যবহার ঘরের ভেতরের বায়ু দূষণ কমায়, শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়, বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের মধ্যে, যারা বিভিন্নভাবে পরিবারে এই ধোঁয়ার সংস্পর্শে আসে।

ঌ) গ্রামীণ এলাকায়, বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে, পরিবারগুলি প্রায়ই তাদের সময় এবং শক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ চিরাচরিত রান্নার জ্বালানি সংগ্রহে ব্যয় করে। এলপিজি দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের রান্নার জন্য কঠোর পরিশ্রম এবং সময়কে হ্রাস করেছে। সুতরাং, তাদের কাছে যে অবসর সময় পাওয়া যায় তা অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ঌ) বায়োমাস এবং প্রচলিত জ্বালানি থেকে এলপিজিতে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে রান্নার জন্য কাঠ এবং অন্যান্য জৈব পদার্থের উপর নির্ভরতা হ্রাস পায়, যার ফলে বন ধ্বংস এবং পরিবেশগত অবক্ষয় হ্রাস পায়। এটি শুধুমাত্র পরিবারকে উপকৃত করে না বরং বিস্তৃত পরিবেশ সুরক্ষা প্রচেষ্টায় অবদান রাখে।

ঌ) রান্নার জন্য এলপিজি ব্যবহার আগুনের সাথে সম্পর্কিত দুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাস করে, যা বিশেষ করে মহিলা এবং শিশুদের নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রথাগত রান্নার পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত দুর্ঘটনাজনিত পোড়া এবং আঘাতের ঘটনাগুলি হ্রাস পায়, যা নিরাপদ বাড়ির পরিবেশে অবদান রাখে।

আজ লোকসভায় এক লিখিত জবাবে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রী সুরেশ গোপী এই তথ্য জানিয়েছেন।

আমরা রিল বানাই না, কঠোর পরিশ্রম করি; কংগ্রেসকে আক্রমণ রেলমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি.স.): কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি বলেছেন, আমরা রিল বানাই না, কঠোর পরিশ্রম করি। বৃহস্পতিবার লোকসভায় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, 'আমরা এমন মানুষ নই, যারা রিল তৈরি করে, আমরা শুধু কঠোর পরিশ্রম করি, আপনাদের মতো রিল তৈরি করি না।' রেলমন্ত্রী বলেছেন, 'লোকো পাইলটদের গড় কাজ এবং বিশ্রামের সময়গুলি ২০০৫ সালে প্রণীত নিয়ম দ্বারা নির্ধারিত হয়। ২০১৬ সালে নিয়মগুলি সংশোধন করা হয়েছিল এবং লোকো পাইলটদের আরও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল।'রেলমন্ত্রী বৈষ্ণব বলেছেন, 'সমস্ত রানিং রুম - ৫৫৮টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। লোকো ক্যাবগুলি অনেক বেশি কম্পিত হয় এবং তাই ৭ হাজারেরও বেশি লোকো ক্যাবগুলি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে।' রেলমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'যদি আমরা রেলে নিয়োগের কথা বলি - ২০০৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ইউপিএ-এর আমলে, রেলে মাত্র ৪ লক্ষ ১১ হাজার কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল, যেখানে ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালে এনডিএ-এর ১০ বছরে, এই সংখ্যা ৫ লক্ষ ২ হাজারে পৌঁছেছে।

আগামী কয়েকদিন উত্তাল থাকবে সাগর, সতর্কতা জারি মহারাষ্ট্র প্রশাসনের

মুম্বই, ১ আগস্ট (হি.স.): মুম্বই এবং আশেপাশের এলাকায় গত কয়েকদিনে বৃষ্টি ও আবহাওয়ার প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য সতর্কতা জারি হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, মুম্বই ও শহর সংলগ্ন এলাকাগুলোতে বৃষ্টির জেরে ৩-৮ আগস্ট সাগর উত্তাল হতে পারে।

জানা গেছে, থানে, পালঘরেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি রায়গড়, রত্নগিরি, সিন্ধুদুর্গ-তেও বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তাই ঢেউ উপভোগ করতে স্থানীয়দের এবং পর্যটকদের সাগরের ধারে না যাওয়ার আবেদন করা হয়েছে।

জীবনের প্রথম অলিম্পিকেই ব্রোঞ্জ, ইতিহাস গড়লেন স্বপ্নিল

প্যারিস, ১ আগস্ট (হি.স.): মহারাষ্ট্রের শুটার স্বপ্নিল কুসালে। জীবনের প্রথম অলিম্পিকে নেমেই পেলেন ব্রোঞ্জ, গড়লেন ইতিহাস। বৃহস্পতিবার শুটিংয়ে ভারত অলিম্পিকের তৃতীয় পদক পেল। ফের ব্রোঞ্জ ভারতের ঘরে। মহারাষ্ট্রের স্বপ্নিল ফাইনালের শুরু থেকে নিলিং এবং প্রুনিং রাউন্ডে ছিলেন ৬ নম্বরে। তবে শেষ দুই রাউন্ডে দুরন্ত কামব্যাক করেন এই শুটার। একটা সময় সোনার পদক জয়ের কাছে ছিলেন তিনি। মাত্র ০.৪ পয়েন্টে রুপো হাতছাড়া হয় স্বপ্নিলের।

ডুরান্ড কাপের উদ্বোধন, ২ আগস্ট বন্ধ শিলঙের সব স্কুল

শিলং, ১ আগস্ট (হি.স.) : আগামীকাল ২ আগস্ট শিলঙে উদ্বোধন হবে ১৩৩-তম ডুরান্ড কাপের ফুটবল প্রতিযোগিতা। তাই এদিন (২ আগস্ট) শিলঙের সব স্কুল ছুটি ঘোষণা করেছে রাজ্যের শিক্ষা দফতর।

মেঘালয়ের স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা অধিকর্তা স্বপ্নিল টেম্বে স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়ছে, ডুরান্ড কাপ ২০২৪-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য ২ আগস্ট শিলং পুর এলাকার সমস্ত স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শহরে যানজট নিরসন এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়ে, বলা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। বলা হয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা যাতে

CORRIGENDUM

Last date for submission of bid online through e-procurement portal against PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 06/EE/KLSD/2024-25 dt. 08/07/2024.circulated vide Memo No.F.12(22)/EE/KLSD/1240-1307 dated 08/07/2024 is hereby extended up to 15.00 hrs on 28/08/2024 remaining all other condition unchanged.

ICA/C/ 1052/24

(Er. P.C. DAS),
Executive Engineer,
Kailashahar Division
PWD (R&B), Kailashahar,
Unakoti Tripura

অপরিচিত মহিলার মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Reference-- G-B TOP G-D Entry No- 09 dated - 28-07-2024

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত মহিলার বয়স ৬৫ বছর উচ্চতা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি গায়ের রঙে শ্যামলা মুখ মণ্ডল -গোলাকার, চুল - কাল এবং সাদা গত ১০/০৭/২০২৪ ইং তারিখ রাত্র ৮ টার সময় দুর্বল অবস্থায় মডার্ন সাইক্রিয়াটিক হাসপাতাল নরসিংগড় থেকে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় এবং চিকিৎসা চলাকালীন গত ২৮/০৭/২০২৪ ইং তারিখ সকাল ০৮ টা ১৫ মিনিট নাগাদ মারা যান বর্তমানে মৃতদেহটি আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে সনাক্তকরন করার জন্য আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়-স্বজন মৃতদেহের দাবী করেনি।

উপরে উল্লেখিত অপরিচিত মহিলার মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে বা আত্মীয়-স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা)- ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি.টি. কন্টোল-৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩) জিবি টিওপি-০৩৮১-২৩৫৫০৯৫

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-555/24

PRESS NOTICE INVITING AUCTION NO:PNIA-02/EE/DWS/JRN/2024-25, Dated- 31/07/2024.

The Executive Engineer, DWS Division, Jirania, Ranirbazar, West Tripura District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites Auction from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Gov't Organization of other State& Central for the following work:-

SL. NO.	DNIe-T NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	Bid Fee	CLASS OF BIDDER
1.	DNIe-T No: 12/DNIeT/EE/DWS/JRN/2024-25.	₹.99,344.00	₹. 1,987.00	30(Thirty) days	₹. 1,000.00	Appropriate Class

Starting date and Time for collecting Auction Tender Form w-e-f 01/08/2024.at 10.30 hours. Last date and Time for collecting Auction Tender Form - 13/08/2024 up to 17.00 hours. Last date and Time for submission of Auction Tender Form - 14/08/2024 up to 15.00 hours.
Date and Time for Opening of Bid/Auction- 14/08/2024 at 15.30 hours.
Place for Purchasing and submission of Auction Form-0/0 The Executive Engineer, DWS Division, Jirania, Ranirbazar.

ICA/C/1046/24

For and on behalf of the Governor of Tripura"
(Er. D. DASGUPTA)
Executive Engineer DWS Division,
Jirania, Ranirbazar, West Tripura

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

জিমে নয়, বাড়িতেই শুরু হোক শরীরচর্চা

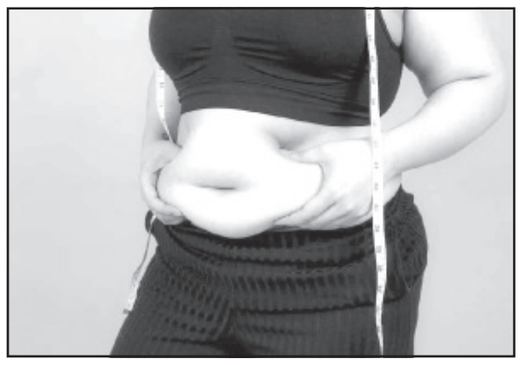

বাড়ি থেকে অফিসে টিফিন না এনে, বাইরের খাবার কিনে খাওয়া হোক কিংবা অফিস ফেরত চপ-মোমো-চাউমিন বাড়িতে নিয়ে যাওয়াই হোক, জীবনযাপনে নানা অনিয়ম করার সময় রয়েছে আমাদের। নেই কেবল অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে শরীরে জমে থাকা মেদকে জব্দ করতে প্রয়োজনীয় শরীরচর্চা করার সময়। ফলে শরীরের ওজন বাড়ছে হু হু করে। অল্পবিস্তর ডায়েট শুরু করলেও, ভালমন্দ খাবার দেখেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে যায়!

এই সমস্যা দূর করতে পারেন রোজ মাত্র পাঁচ মিনিট সময় খরচ করলেই। পাঁচ মিনিটের একটি অভ্যাসই মেদ জমার পথে বাধা হয়ে উঠতে পারে। ভাবছেন তো, পাঁচ মিনিটের কোন ব্যায়ামে মেদ ঝরানো সম্ভব? উত্তর হল, স্কোয়াট। চেয়ারে বসার মতো করে হাঁটু ভাঁজ করে কোমর ও পিঠ সোজা রেখে দাঁড়ানোকেই স্কোয়াট বলে। এই সময় হাত দু'টো সামনের দিকে টানটান করে ছড়িয়ে দিন।

রোজ শরীরচর্চার সময় না পেলেও নিয়ম করে মিনিট পাঁচেক স্কোয়াট করুন। শরীরের অনেকটা উপকার মিলবে। স্কিপিং, দৌড়নো, হাঁটাহাঁটিতে পায়ের পেশির যে উপকার মেলে, স্কোয়াট থেকে তার অনেকটাই পাওয়া সম্ভব। কোমর ও পায়ের পেশিকে শক্তসমর্থ করতেও স্কোয়াটের জুড়ি মেলা ভার। আর কী কী উপকার হয় স্কোয়াট করলে?

১. টেস্টোস্টেরন ও গ্রোথ হরমোন ক্ষরণে বিশেষ কার্যকর এই ব্যায়াম। যার জেরে পেশির বৃদ্ধি ও ভরকে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ হয়। সারা শরীরে শক্তির সমান বণ্টনের ক্ষেত্রেও বিশেষ কাজ করে এই ব্যায়াম।

২. নিয়ম করে এই ব্যায়াম করলে কথায় কথায় পেশিতে টান, গাঁটে ব্যথা, একটু দৌড়ঝাঁপেই পেশির ব্যথার মতো অসুবিধা দূর হয়। এই ব্যায়ামে শরীরের কার্যক্ষমতা বেড়ে যায় কয়েক গুণ। দেহের ভারসাম্য, গতিশীলতা সব কিছুকেই স্বাভাবিক করতে ব্যায়ামটি অভ্যাস করুন।

৩. সাধারণ হাঁটাহাঁটিতে যে পরিমাণ ক্যালোরি ঝরে, তার চেয়েও বেশি ক্যালোরি ঝরাতে পারে এই ব্যায়াম। তবে নিয়ম মেনে করলে তবেই লাভ হবে। ৪. শরীরের গঠন, পিঠ ও কোমরের আকার ও গোটা শরীরে নানা "অ্যাবস" তৈরি করতে স্কোয়াট একাই একশো। শুধু তা-ই নয়, শরীরে ফ্যাট নিয়ন্ত্রণ, লিপিড মেটাবলিজম, রক্তে শর্করার পরিমাণ ঠিক রাখা ইত্যাদিও এই ব্যায়ামের মাধ্যমে সম্ভব। ডায়াবিটিস, ওবেসিটি ইত্যাদি থেকে শরীরকে অনেকটাই দূরে রাখার ক্ষমতা রাখে স্কোয়াট।

৫. এই ব্যায়াম করলে সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়। হরমোন ক্ষরণ, কোষে কোষে পুষ্টিগুণ পৌঁছনোর কাজও সহজ হয়ে যায়।

গ্যাস-অম্বল হলে বাঙালির ভরসা অ্যান্টাসিড

একদিন নিয়মের বাইরে খাবার খেলেই গ্যাস-অম্বল হয়ে যায়। একটু তেল, মশলাদার খাবার খেলেই বুক জ্বালা, চোঁয়া ঢেকুর দিতে থাকে। মাঝেমধ্যে গ্যাস-অম্বল হলে বাঙালির ভরসা অ্যান্টাসিড। কিন্তু প্রায় দিনই যদি গ্যাস-অম্বল, বদহজমের সমস্যায় ভোগেন, তখন মুঠো মুঠো অ্যান্টিসিড খাওয়া মোটেই ভাল নয়। চিকিৎসকদের মতে, গ্যাস-অম্বল এড়াতে রোজ রোজ অ্যান্টিসিড খাওয়ার অভ্যাস মোটেই ভাল নয়। বরং, তাঁদের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিসিড খেলে হিতে-বিপরীতও হতে পারে। এক্ষেত্রে বদহজমকে ঘরোয়া উপায়ে প্রতিরোধ করার উপায় খুঁজে নেওয়া দরকার। সাধারণত খাওয়া-দাওয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এবং শরীরচর্চার দ্বারা গ্যাস-অম্বলের সমস্যাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। তার সঙ্গে এই ৬ উপাদানের সাহায্যে পেট ফোলা-বুক জ্বালার সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।

আদা: আদার মধ্যে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান রয়েছে, যা খাবার হজমে সাহায্য করে। পাশাপাশি বদহজম, বুক জ্বালার সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। যেদিন খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম হবে তখন এক টুকরো কাঁচা আদা চিবিয়ে খেতে পারেন। কিংবা আদা দিয়ে চা খেতে পারেন। অ্যালোভেরা: অ্যাসিডিটির কারণে শরীরে যে অস্বস্তি তৈরি হয়, তা থেকে মুক্তি দিতে পারে অ্যালোভেরা। তাছাড়া নিয়মিত অ্যালোভেরার জুস পান করলে আপনি বদহজমের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। এই পানীয় শারীরিক প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। ক্যামোমাইলের চা: মানসিক চাপ ও অনিদ্রা অনেক সময় বদহজমের সমস্যা ডেকে আনে। এক্ষেত্রে রাতে খাবার খাওয়ার পর এক কাপ ক্যামোমাইলের চা পান করুন। এই চা স্নায়ুর উত্তেজনা কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি গলা-বুক জ্বালার সমস্যাকেও নিয়ন্ত্রণে রাখে। বেকিং সোডা: অ্যান্টাসিড খাওয়ার বদলে বেকিং সোডার সাহায্য নিন। এই উপাদান পেটের অ্যাসিডিটি বা গ্যাস কমাতে অ্যান্টাসিডের মতোই কাজ করে। তবে, বেকিং সোডা অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত।

অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার: ওজন কমাতে অনেকেই অ্যাপেল সাইডার ভিনিগারের সাহায্য নেন। অম্লধর্মী হলেও অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার অ্যাসিডিটির সমস্যাকে দূর করতে সহায়ক। সকালবেলা খালি পেটে এক গ্লাস জলে এক টেবিল চামচ অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার মিশিয়ে পান করুন। এর চেয়ে বেশি অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার খেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। মৌরি: মুখশুদ্ধির জন্য অনেকেই ভারী খাবার খেয়ে মৌরি খান। মৌরি চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাস আপনাকে বদহজমের সমস্যা থেকে দূরে রাখে। মৌরি পেটে অ্যাসিডিটির মাত্রা কমাতে সাহায্য করে।

এইডস প্রতিরোধে করণীয়

বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য বিষয়ক সংকটগুলোর একটি হলো এইডস। এই মারণব্যাধির জন্য দায়ী এইচ আই ভি ভাইরাস। ইউ এন এইডস এর তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ৩৪ মিলিয়ন মানুষ এইডস আক্রান্ত। প্রতিদিন এইডসে গড়ে আক্রান্ত হচ্ছেন সাড়ে ৫ হাজার মানুষ। এ পর্যন্ত প্রায় ৩৫ মিলিয়ন মানুষ এ প্রাণঘাতী রোগে মারা গেছেন।

১৯৮০ সালে প্রথম এই ভাইরাস ছড়াতে শুরু করে বলে জানা যায়। প্রাণঘাতী ব্যাধি এইডস সম্পর্কে সবারই কমবেশি ভুল ধারণা আছে। এ কারণেই এইডস রোগীকে খারাপ চোখে দেখে সমাজ। সবার ধারণা থাকে, এই রোগটি হওয়ার মূল কারণ হলো অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক!

তবে শারীরিক সম্পর্ক ছাড়াও একাধিক কারণ আছে এইচআইভি পজেটিভ হওয়ার। এইডসের জন্য দায়ী 'হিউম্যান ইমিউনো ডেফিশিয়েন্সি ভাইরাস' (এইচআইভি) নামের রেট্রোভাইরাসটি। মানুষের রক্ত ও অন্যান্য দেহ রসেই একমাত্র বেঁচে থাকে এই ভাইরাস।

এই ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করলেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এমনকি সর্দি-কাশিকেও আটকাতে পারে না শরীর। ফলে 'অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিশিয়েন্সি সিনড্রোম' বা এইডসের প্রভাবে মৃত্যু অবধারিত হয়ে ওঠে। যদিও এইচআইভিতে আক্রান্তদের বাঁচাতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের চেষ্টার শেষ নেই। চলছে একের পর এক গবেষণা।

এইডস কীভাবে ছড়ায়? নারী বা পুরুষ কারও যদি শরীরে এই ভাইরাস থাকে, তাহলে যৌন সম্পর্কের ফলে অন্যজনের শরীরে সহজেই প্রবেশ করবে এই রেট্রোভাইরাস।

কনডম ব্যবহার করলে এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা এমন ধারণাও ঠিক নয়। কারণ আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যৌন মিলনের সময়ে কনডম ফুটো হয়ে গেলে আপনি বিপদে পড়তে পারেন। ইঞ্জেকশন নেওয়ার সময় নতুন সিরিঞ্জ ও সূচ ব্যবহার করা না হলে দ্রুত এই ভাইরাস অন্যের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। এইডসে আক্রান্ত প্রসূতির সন্তানের শরীরেও এইডস হতে পারে। বুকের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে শিশুর দেহে এই ভাইরাস প্রবেশ করে। ইউনিসেফের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বে প্রতি ২ মিনিটে একটি শিশু এইডসে আক্রান্ত হচ্ছে। আধুনিক কিছু ওষুধে এই রোগে রোগীর জীবন কিছুদিন বাড়ানো গেলেও সে সব চিকিৎসা পদ্ধতি মোটেও মধ্যবিত্তের আয়ত্বে নেই। এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করা ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, অস্ত্রোপচারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সুস্থ ব্যক্তির দেহে ভুলবশত ব্যবহার হলে তা থেকে রোগ ছড়ায়। এইচআইভিতে আক্রান্তদের মাড়ির ক্ষত ও দেহের ক্ষত থেকে নিঃসৃত লালা ও রস থেকে এই ভাইরাস ছড়াতে পারে। এইডস প্রতিরোধে করণীয় আপনি যদি এইচআইভিতে ভোগেন, তাহলে অবশ্যই সতর্ক থাকবেন। আপনার কারণে যাতে পরিবারের অন্য কেউ মারাত্মক এই রোগে আক্রান্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। এর পাশাপাশি নিয়মিত চেকআপ করুন। আপনি যদি এইচআইভি'র সংস্পর্শে ভুল করেও আসেন, তাহলে পোস্ট-এক্সপোজার প্রফিল্যাক্সিস ব্যবহার করুন।

এক্ষেত্রে প্রথম ৭২ ঘণ্টার মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পিইপি গ্রহণ করার মাধ্যমে এইচআইভিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমাতে পারবেন। এক্ষেত্রে আপনাকে ২৮ দিন ওষুধ খেতে হবে। প্রতিবার শারীরিক সম্পর্কের সময় নতুন কনডম ব্যবহার করুন। এইচআইভি থাকলে যৌন সঙ্গীকে আগেই জানান। না হলে আপনার ভুলে তিনিও আক্রান্ত হতে পারেন। ইনজেকশন গ্রহণের সময় পরিষ্কার সুঁই ব্যবহার করা হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করুন। এইচআইভি পজিটিভ অবস্থায় আপনি যদি গর্ভধারণ করেন তাহলে শিশুর শরীরেও এই সংক্রমণ ঘটতে পারে। তবে আপনি যদি গর্ভাবস্থায় চিকিৎসা গ্রহণ শুরু করেন, তাহলে আপনি ও শিশু উভয়ই সুস্থ থাকবেন। ৮. বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, পুরুষের সুন্নতে খৎনা এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। ১৯৮৮ সাল থেকে এইডসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্বে এ দিবসটি পালন করা হচ্ছে।

দারুচিনির দেহের মেটাবলিক রেট বৃদ্ধিতে সাহায্য করে

শুধু খাবারে স্বাদ বাড়ানোর জন্য দারুচিনি ব্যবহার করেন। এছাড়া আর কোনও কাজে লাগে না, ভাবছেন? ভুল ভাবছেন। আপনি যদি ওজন কমাতে চান, তাহলে এই মশলা আপনার অনেক কাজকে সহজ করে তুলতে পারে। ওজন কমানোর জন্য অনেকেই সকালবেলা খালি পেটে উষ্ণ জলে লেবুর রস মিশিয়ে পান করেন। একইভাবে, আপনি লেবুর জলের বদলে দারুচিনির জল পান করলে বেশি উপকার পাবেন। এতে মেদ গলবে, পাশাপাশি একাধিক উপকারিতাও মিলবে। ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে সাহায্য করে দারুচিনি। মেটাবলিজম বৃদ্ধি করে: দারুচিনির মধ্যে থার্মোজেনিক উপাদান রয়েছে, যা দেহের মেটাবলিক রেট বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই মশলার মধ্যে থাকা উপাদান দেহে তাপ উৎপন্ন করে এবং হজম হওয়া খাবার থেকে ক্যালোরি পোড়াতে সাহায্য করে। এটি মেটাবলিজমের উপর প্রভাব ফেলে এবং ওজন কমাতে সাহায্য করে। সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণে রাখে: বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দারুচিনি ইনসুলিন সংবেদনশীলতা উন্নত করতে সাহায্য করে এবং রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। রক্তে সুগার লেভেল বশে থাকলে মিষ্টি ও ক্যালোরি যুক্ত খাবার খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কমে। আর এতে ওজনও বশে থাকে। এটি ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য উপযোগী।

খিদেকে নিয়ন্ত্রণ করে: দারুচিনির গন্ধ মস্তিষ্কের কার্যকারিতার উপর প্রভাব ফেলে এবং এটি মিষ্টি ও ক্যালোরি যুক্ত খাবার খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কমাতে সাহায্য করে। দারুচিনি যুক্ত খাবার খেলে মনে হয় পেট ভরে রয়েছে এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া থেকে দূরে থাকা যায়।হজম স্বাস্থ্য উন্নত করে: প্রাচীনকাল থেকে হজমের জন্য দারুচিনি ব্যবহার করা হচ্ছে। এই মশলা বদহজম, পেট ফোলা এবং খাবার খাওয়ার পর শারীরিক অস্বস্তি থেকে মুক্তি দেয়। আপনার হজম স্বাস্থ্য ভাল থাকলে এটি দেহে পুষ্টি শোষণে ও অন্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত করতে সাহায্য করে। হজম স্বাস্থ্য উন্নত হলে ওজন কমানো সহজ হয়ে যায়।পুষ্টিতে ভরপুর: দারুচিনির মধ্যে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান রয়েছে, যা দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ ও মেটাবলিক ডিসঅর্ডার থেকে মুক্তি দেয়। অন্যদিকে, দারুচিনির মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা দেহের অক্সিডেটিভ চাপ কমিয়ে রোগের ঝুঁকি কমায়।

শরীরকে ডিটক্সিফাই করে: দারুচিনির জল পান করলে, এটি দেহে জমে থাকা সমস্ত দূষিত পদার্থ বের করে দেয়। পাশাপাশি শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে। এতে ওজন কমানো আরও সহজ হয়ে যায়।

অস্বাস্থ্যকর খাওয়া-দাওয়া কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা বাড়িয়ে দেয়

অস্বাস্থ্যকর খাওয়া-দাওয়া কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা বাড়িয়ে তোলে। আজকাল বাচ্চাদের মধ্যেও বাড়ছে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা। পর্যাপ্ত পরিমাণ জল না করা, ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার কম খাওয়াই বাচ্চাদের মধ্যে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা বাড়িয়ে তুলছে। সপ্তাহে যদি ৩ বারের কম পায়খানা হয় কিংবা মলত্যাগ করতে গেলে কষ্ট হয়, তখন বুঝতে হবে আপনার সন্তান কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছে। ছোট বয়স থেকে এই সমস্যা থেকে অভিভাবকদের সচেতন হওয়া জরুরি। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় সবসময় যে ওষুধ খাওয়ালেই পায়খানা হবে, এমন অভ্যাস বাচ্চাদের মধ্যে গড়ে না তোলাই ভাল। তার চাইতে ঘরোয়া উপায়ে কীভাবে কোষ্ঠকাঠিন্যকে প্রতিরোধ করবেন এবং মলত্যাগে কোনও সমস্যা না হয়, সেদিকে জোর দিন।ডায়েটে ফাইবারের পরিমাণ বৃদ্ধি করুন: বাচ্চা যদি কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগে তাহলে ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খাওয়া। গোটা শস্য, ফল ও শাকসবজি রাখুন ডায়েটে। ফাইবার মলকে নরম করে এবং এতে মলত্যাগে কোনও কষ্ট হয় না।

হাইড্রেট রাখুন: হাইড্রেশন কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাকে প্রতিরোধ করে। খেয়াল রাখুন যে আপনার সন্তান পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পান করে। হাইড্রেশন মলকে নরম করে দেয় এবং মলত্যাগের প্রক্রিয়াকে সহজ করে দেয়। জলের পাশাপাশি ডাবের জল, ফলের রস এবং তরল জাতীয় খাবার খাওয়ান বাচ্চাকে।

প্রোবায়োটিক সাহায্য করতে পারে: প্রোবায়োটিক হজম স্বাস্থ্য উন্নত করতে এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। প্রোবায়োটিক খাবার হিসেবে বাচ্চাকে দই খাওয়াতে হবে। টক দই খেতে না চাইলে আপনি ফলের সঙ্গে দই মিশিয়েও খাওয়াতে পারেন। রোজ মলত্যাগের অভ্যাস গড়ে তুলুন: ছোট বয়স থেকে রোজ মলত্যাগ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। দিনে অন্তত ১০ মিনিট টয়লেট সিটে বসানোর অভ্যাস করুন। ছোট বয়স থেকে এই অভ্যাস গড়ে তুলতে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা প্রতিরোধ করা যায় এবং রোজ মলত্যাগের অভ্যাস গড়ে ওঠে।

সকালবেলার রুটিন: প্রতিদিন সকালে বাচ্চাকে এক গ্লাস গরম দুধ দিন। পাশাপাশি ৪-৫টা ভেজানো কিশমিশ খাওয়ান। প্রয়োজনে আপনি রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগেও গরম দুধে ঘি মিশিয়ে বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন। আয়ুর্বেদের মতে, এই ঘরোয়া টোটকাগুলো কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। যদি গ্যাস, বদহজমের জন্য বাচ্চার মলত্যাগে সমস্যা হয়, তাহলে রাতে পেটে হিং মালিশ করুন। এতে গ্যাস বেরিয়ে যাবে এবং শারীরিক অস্বস্তি কমবে।

ইউরিক অ্যাসিডের ভয়ে মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলে আরো বিপদ হতে পারে

ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ভয়ে অনেকেই মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিন। দেহে প্রোটিনের মাত্রা অতিরিক্ত হয়ে গেলে ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু আপনি যদি আগেভাগেই প্রোটিন গ্রহণ করা বন্ধ করে দেন, তাহলেই মুশকিল। প্রোটিন এমন একটি পুষ্টি যা, পেশির বিকাশের বাইরেও ইমিউনিটি বৃদ্ধিতে, টিস্যু মেরামত করতে এবং মেজাজকে উন্নত করতে সাহায্য করে। ২০ ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিডের সংমিশ্রণ থেকে প্রোটিন গঠিত হয়। দেহে প্রোটিনের ঘাটতি থাকলে নানা রোগ দেখা দিতে পারে, যা ইউরিক অ্যাসিডের সমান বা তার চেয়েও ভয়াবহ অবস্থা হতে পারে। মাসল মাস প্রোটিন: পেশির গঠনের জন্য প্রোটিন অপরিহার্য। তাই দেহে যদি প্রোটিনের ঘাটতি থাকে, তাহলে আপনার পেশিও দুর্বল হয়ে পড়বে। পেশির কার্যক্ষমতা কমে যাবে। গা-হাত-পায়ে ব্যথা-যন্ত্রণা বাড়বে।

ইমিউনিটি দুর্বল হয়ে পড়ে: দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইমিউনিটি সিস্টেম দুর্বল হয়ে পড়লে দেহে সংক্রমণ ও রোগের ঝুঁকি বেড়েছে। প্রোটিন দেহে অ্যান্টিবডি গঠনে সাহায্য করে, যা সংক্রমণ ও রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তাই প্রোটিন গ্রহণ কমালে রোগ বাড়বে। ক্ষত নিরাময় হবে দেরিতে: কোনও কাঁটাছেঁড়া বা ক্ষত ও আঘাত সারাতে কোলাজেন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কোলাজেন হল এক ধরনের প্রোটিন যা নতুন কোষ গঠনে ও ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করে। দেহে প্রোটিনের ঘাটতি তৈরি হলে কোলাজেনও গঠন হবে না এবং ক্ষত সারতেও সময় নেবে। দুর্বলতা: পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন না থাকলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। কায়িক শ্রম করার মতো ক্ষমতা থাকবে না। সারাদিন ঘুম পাবে এবং কাজ করার এনার্জি থাকবে না। পাশাপাশি রক্তাল্পতার ঝুঁকি বাড়বে এবং মেটাবলিজম দুর্বল হয়ে পড়বে। চুল, ত্বক এবং নখের সমস্যা: ত্বক, চুল ও নখ গঠনে সাহায্য করে কোলাজেন, ইলাস্টিন ও কেরাটিন। এই তিনটিই হল প্রোটিনের প্রকারভেদ। তাই দেহে প্রোটিনের ঘাটতি থাকলে চুল পড়া, নখ ভেঙে যাওয়া এবং ত্বকের নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। মেজাজ পরিবর্তন হওয়া: যেহেতু অ্যামিনো অ্যাসিডের সংমিশ্রনে প্রোটিন গঠিত হয়, এটি একাধিক নিউরোট্রান্সমিটারকে সংশ্লেষণ করে। এটি সেরোটোনিন, ডোপামিনের মতো 'হ্যাপি হরমোন' নিঃসরণে সাহায্য করে যা মেজাজকে উন্নত করে। তাই দেহে প্রোটিনের ঘাটতি থাকলে মুড সুইং, বিরক্তি এবং একাধিক মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বর্তমানে কোলেস্টেরলের সমস্যা ঘরে ঘরে

বর্তমানে কোলেস্টেরলের সমস্যা খুবই বাড়ছে। বলা ভাল ঘরে ঘরে রয়েছে এই কোলেস্টেরলের রোগী। কোলেস্টেরল বাড়া মানেই সুগার, প্রেশার সবই বাড়বে চড়চড়িয়ে। কোলেস্টেরল বাড়লে রক্তচাপ বাড়ার এবং সেখান থেকে হৃদরোগের সম্ভাবনা থেকে যায়। আমাদের শরীরে ভাল আর খারাপ এই দুই রকম কোলেস্টেরলই থাকে। আর তাই সুস্থ থাকতে হলে বুঝেশুনে খাবার খেতে হবে। অতিরিক্ত ক্যালোরির খাবার খেলে চলবে না। রোজ শরীরচর্চা করতেই হবে। গোটা শস্য বেশি করে খেতে হবে। শরীরে ভাল আর খারাপ এই দুই রকম কোলেস্টেরল থাকে। খারাপ কোলেস্টেরল বাড়ার মূল কারণ হল খাদ্যাভ্যাস। রোজ রোজ মদ, মটন খেলে, আইসক্রিম, মিষ্টি, তেলের খাবার এসব বেশি খেলেই বিপত্তি। সেখান থেকে হতে পারে একাধিক সমস্যা। আর তাই আগে থাকতে সতর্ক থাকুন। গোটা শস্য নিয়ম করে খেলে ক্যানসার ও অন্য স্বাস্থ্য সমস্যাও থাকবে দূরে। সেই সঙ্গে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস থেকেও দূরে থাকা যাবে।কোলেস্টেরল কমাতে ফাইবার বেশি করে খেতে হবে। গোটা শস্য মানে আটা, সাদা ভাত, ময়দা এসব নয়। কুইনোয়া, ব্রাউন রাইস, ওটস এসব বেশি করে খান। এর মধ্যে ফাইবারের পরিমাণও অনেকটা বেশি। সেই সঙ্গে আয়রন, ভিটামিন বি, থায়ামিন, রাইবোফ্ল্যাভিন, নিয়াসিন, ফোলেট, ম্যাগনেশিয়াম, সেলেনিয়াম রয়েছে। আর তাই যা কিছু খাবেন নিয়ম করে- ব্রাউন রাইস- ব্রাউন রাইসের মধ্যে ফাইবার অনেক বেশি পরিমাণে থাকে। এককাপ ব্রাউন রাইসের মধ্যে ৩ গ্রাম মতো ফাইবার থাকে। সেখানে সাদা চালের মধ্যে ফাইবার একেবারেই থাকে না। রান্না করা ব্রাউন রাইস এক কাপ খান। সঙ্গে ডাল, স্যালাড, সবজি বেশি করে খানকুইনোয়া- কুইনোয়া সম্পূর্ণ গ্লুটেন মুক্ত একটি শস্য। এর মধ্যে ভিটামিন বি অনেকটা পরিমাণে থাকে। সেই সঙ্গে থাকে অ্যামাইনো অ্যাসিড। এককাপ রান্না করা কুইনোয়াতে ৪ গ্রাম প্রোটিন থাকে।ওটস- ওটসের মত ভাল খাবার আর দুটো হয় না। এর মধ্যে থাকে বিটা গ্লুকান। যা কোলেস্টেরলের শোষণ কমিয়ে দেয়। এছাড়াও থাকে ফাইবার, গ্লুকোজ। যা কোলেস্টেরলের মাত্রা কম রাখতে সাহায্য করে। ডায়াবেটিসের রোগীরা রোজ নিয়ম করে ওটস খান। যাঁদের হার্টের সমস্যা রয়েছে তাঁরাও খেতে পারেন। এতে সুগারও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

অমর জওয়ান জ্যোতিতে শহিদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি রাজ্যপাল বাগড়ের

জয়পুর, ১ আগস্ট (হি.স.): রাজস্থানের নতুন রাজ্যপাল হরিভাউ কিষাণরাও বাগড়ে বৃহস্পতিবার জনপথে অমর জওয়ান জ্যোতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। অমর জওয়ান জ্যোতিতে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে রাজ্যপাল বাগড়ে বলেন যে, বীর শহীদরা আমাদের দেশের গর্ব।উল্লেখ্য, সম্প্রতি ছ'টি রাজ্যে নতুন রাজ্যপাল নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শনিবার রাতে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্যপাল নিয়োগের কথা জানানো হয়। পাশাপাশি আরও তিন রাজ্যপালকে ভিন রাজ্যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর পঞ্জাবের রাজ্যপাল বনোয়ারিলাল পুরোহিতের ইস্তফা মঞ্জুর করা হয়। শনিবার রাতে রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নয়া রাজ্যপালদের নাম ঘোষণা করা হয়। রাজস্থানের রাজ্যপালের দায়িত্ব দেওয়া হয় হরিভাউ কিষাণরাও বাগড়ে। ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল হয়েছেন সন্তোষকুমার গাঙ্গোয়ার। সিকিমের রাজ্যপাল হয়েছেন ওমপ্রকাশ মাথুর। মেঘালয়ের রাজ্যপাল হয়েছেন সি এইচ বিজয়শঙ্কর। ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল করা হয়েছে রমেন ডেকাকে। অন্যদিকে মহারাষ্ট্রের দায়িত্ব পেয়েছেন ঝাড়খণ্ডের বিদায়ী রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণণ। পঞ্জাবের রাজ্যপাল হয়েছেন অসমের বিদায়ী রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়ার নাম। তিনি একইসঙ্গে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ের প্রশাসকের দায়িত্বও সামলাবেন। আর সিকিমের বিদায়ী রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য্যকে দেওয়া হয়েছে অসমের রাজ্যপালের দায়িত্ব। একইসঙ্গে তিনি মণিপুরের দায়িত্বও সামলাবেন।

হত্যা মামলায় ধৃত আসামির কঠোর শাস্তির দাবিতে হাসিমারায় বিক্ষোভ

আলিপুরদুয়ার, ১ আগস্ট (হি.স.) : কালচিনি ব্লকের মাঝখানে বাগানে খুনের ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার হাসিমারা থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা।প্রসঙ্গত বিচবাগানের মিডল লাইনের বাসিন্দা জামিন আক্তার (২৮) মঙ্গলবার তার বড় ভাই শোভন আনসারিকে (৩৫) খুন করেছিল। ঘটনার পর মৃতদেহ লুকানোর জন্য বাড়িতে একটি গর্তও খুঁড়েছিল অভিযুক্ত। তবে এ কাজে সে সফল হতে পারেননি। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত পলাতক ছিল। ঘটনার দুদিন পর নগরকাটা থেকে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ। এরপর অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার আদালতে পেশ করা হয়। অপরদিকে অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় লোকজন।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থেকে আটক বাংলাদেশি নাগরিক

দক্ষিণ দিনাজপুর, ১ আগস্ট (হি.স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন উত্তরবঙ্গ সীমান্তের রায়গঞ্জ সেক্টরের অধীন ৯১তম ব্যাটালিয়ন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) বর্ডার আউট পোস্ট (বিওপি) লালচাঁদপুরের বর্ডার কর্মীরা এক বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে। আটক বাংলাদেশি নাগরিকের নাম মোহাম্মদ সাঈদ ইসলাম (১৯)। বৃহস্পতিবার বিএসএফ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বিএসএফ জানিয়েছে, সুলতান কালাম নামে এক ভারতীয়র বাড়ি থেকে বাংলাদেশি নাগরিককে বিএসএফ জওয়ানরা হাতে নাতে ধরেছে। ধৃত বাংলাদেশী জানায়, সে বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য চোরাচালানের সামগ্রী সংগ্রহ করতে এসেছিল। বিএসএফ ধৃত বাংলাদেশী নাগরিককে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গঙ্গারামপুর থানায় হস্তান্তর করেছে।

জামায়াতকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল বাংলাদেশ সরকার, প্রস্তাবনায় সই আইনমন্ত্রীর

ঢাকা, ১ আগস্ট (হি.স.): রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামিকে নিষিদ্ধের বিজ্ঞপ্তি জারি করে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন। একই সঙ্গে জামায়াত নিষিদ্ধ করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যদি কেউ কোনও নাশকতা ঘটাতে চায়, তা মোকাবিলার সক্ষমতা সরকারের রয়েছে বলে জানান তিনি।বৃহস্পতিবার বিকেলে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন। এর আগে প্রস্তাবনায় সই করেছেন আইনমন্ত্রী। জামায়াতে ইসলামি ও ইসলামি ছাত্র শিবিরকে নিষিদ্ধ করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে শেখ হাসিনা সরকার। সন্ত্রাস বিরোধী আইনের ১৮(১) ধারা অনুযায়ী জামায়াতে ইসলামী, ছাত্রশিবির ও তাদের অন্যান্য অঙ্গসংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর আগে নিষিদ্ধ করার বিষয়ে আইনি মতামত দিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে ফাইল পাঠায় আইন মন্ত্রক।

কর্মী অসন্তোষে পিছু হটল শিলিগুড়ি পুরনিগম, প্রত্যাহার করল শোকজের চিঠি

শিলিগুড়ি , ১ আগস্ট (হি. স.) : কর্মীদের অসন্তোষের জেরে শোকজের চিঠি দিয়েও কার্যত তা 'প্রত্যাহার' করে নিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। এই শোকজ নোটিশ নিয়ে যেমন বিরোধীরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন, শাসকদলের কর্মী সংগঠনও বেজায় ক্ষুব্ধ ছিল পুর কর্তৃপক্ষের উপর। সেই কারণে ভবিষ্যতে সময়মতো অফিসে আসার নির্দেশ দিয়ে বৃহস্পতিবার ফের নোটিশ জারি করেছেন পুর কমিশনার শেরিং ওয়াই ভুটিয়া।

পুরনিগমে দেরিতে আসার কারণে ১৮৭ কর্মীকে শোকজ করেছিলেন কমিশনার। কিন্তু অধিকাংশ কর্মী শোকজের জবাব দিলেও তাঁরা কর্তৃপক্ষের এই মনোভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এমনকি আইএনটিটিইউসি প্রভাবিত কর্মী সংগঠন শিলিগুড়ি পুর কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বময় ঘোষের প্রতিক্রিয়া, '৩৭ বছর ধরে চাকরি করার প্রতিদান পেলাম শোকজের চিঠি পেয়ে।'

গত ১৮ জুলাই অফিসের ঢোকার নির্দিষ্ট সময়ে পুরনিগমে এসেছিলেন মেয়র গৌতম দেব। অফিসে এসে তিনি পুরকর্মীদের উপস্থিতির হার দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। শুধু তাই নয়, কর্মী না থাকলেও অনেক ঘরে ফ্যান, এসি চলতে থাকায় এবং লাইট জ্বলে থাকায় বিরক্ত হন মেয়র। সময় পেরিয়ে গেলেও কেন কর্মীরা অফিসে আসবেন না, উপস্থিত কর্মীদের কাছেই প্রশ্ন রাখেন। কোন বিভাগের কোন কর্মী নির্ধারিত সময়ের পরও অনুপস্থিত তার একটি তালিকাও তৈরি করে পরবর্তীতে দেওয়া হয় পুর কমিশনারের কাছে। সেইমতো কমিশনার ১৮৭ কর্মীকে দেরিতে আসার কারণ দর্শাতে বলেন।

ইতিমধ্যেই সিংহভাগ কর্মী শোকজের উত্তর দিলেও কিছু কর্মীর মধ্যে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়। গত ২৯ জুলাই সিটু অনুমোদিত শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িজ অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তরফে মেয়রকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সেখানে মেয়রের কাছে আবেদন করা হয়, অবিলম্বে যেন শোকজের চিঠি প্রত্যাহার করা হয়। সংগঠনের সম্পাদক অরুণাভ দত্তর বক্তব্য, 'এই ধরনের আঘাত কর্মচারীদের কাজের প্রতি ভালোবাসায় প্রভাব ফেলছে।'

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পদে নিয়োগ মনীশ জৈনকে

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গ সরকার আইএএস অফিসার মনীশ জৈনকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের প্রধান সচিব হিসাবে নিয়োগ করেছে। এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক আদেশ জারি করা হয়েছে। বুধবার গভীর রাতে জারি করা আদেশ অনুসারে, আইএএস অফিসার বিজয় ভারতীকে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) প্রধান সচিব করা হয়েছে।

তার আগের মেয়াদে, মনীশ জৈন স্কুল শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের প্রধান সচিব এবং পশ্চিমবঙ্গ জেলা গেজেটিয়ারের রাজ্য সম্পাদক ছিলেন। এই দায়িত্বগুলি এখন আইএএস অফিসার বিনোদ কুমারকে দেওয়া হয়েছে। বিনোদ কুমার এর আগে নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দফতরের প্রধান সচিব ছিলেন। আইএএস অফিসার গোলাম আলি, যিনি সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের সচিব ছিলেন, তাঁর জায়গায় নিয়োগ করা হয়েছে। আদেশ অনুসারে, গুলাম আলি মালদা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারের অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকবেন।

পিবি সেলিম, যিনি মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের মনিটরিং এবং সমন্বয় সচিব এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তাকে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাকে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ ও নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

জয়পুরে প্রবল বৃষ্টি, বেসমেন্টে জলে ডুবে গেল শিশু-সহ একাধিক ব্যক্তি

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি.স.): বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত একাধিক রাজ্য। নাগাড়ে বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দেশের বিভিন্ন অংশ। বানভাসি একাধিক রাজ্য। এই পরিস্থিতিতে ঘোর বিপর্যয় ঘনিয়েছে জয়পুরে। টানা বৃষ্টিতে ভাসছে রাজস্থানের জয়পুর। জল দাঁড়িয়ে গেছে শহরের বিভিন্ন এলাকায়। আর এরই মাঝে জয়পুরের একটি বাড়ির বেসমেন্টে জলে ডুবে গেল একাধিক জন। জানা গেছে, তার মধ্যে শিশুও আছে।

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। পাম্পের সাহায্যে জল বের করে তাদের উদ্ধারের কাজ চালায় তারা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

কেরলের ওয়ানাডে রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা, খতিয়ে দেখলেন ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ

ওয়ানাড, ১ আগস্ট (হি.স.): প্রকৃতির রোষে বিধ্বস্ত কেরলের ওয়ানাড। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার কেরলের ওয়ানাডে এলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। সঙ্গে ছিলেন তাঁর বোন তথা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরাও। তাঁরা ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ খতিয়ে দেখেন।প্রথমে কেরলের ওয়ানাডের চুড়ালমালাতে যান লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। এরপর তাঁরা যান ওয়ানাডের মেপ্পাডিতে, সেখানে একটি সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেছেন। কথা বলেছেন দুর্য্যোগে বেঁচে যাওয়া মানুষজনের সঙ্গে।

বাংলাদেশে নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির

ঢাকা, ১ আগস্ট (হি.স.) : বাংলাদেশে নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির। রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে আজ রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে সরকার।

বিগত এক দশকে ভিয়েতনামের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বেড়েছে : প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি.স.): বিগত এক দশকে ভিয়েতনামের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বেড়েছে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম মিন চিনের সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আমি ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম মিন চিন এবং তাঁর প্রতিনিধি দলকে ভারতে স্বাগত জানাই। প্রথমত, আমি ভিয়েতনামের সাধারণ সম্পাদক নগুয়েন ফু ট্রং-এর মৃত্যুতে ভারতের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করতে চাই। তিনি ভারতের ভালো বন্ধু ছিলেন। গত এক দশকে ভিয়েতনামের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বেড়েছে। আমাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত এক দশকে আমাদের যোগাযোগ বেড়েছে এবং এখন আমাদের ৫০টির বেশি সরাসরি ফ্লাইট রয়েছে।'দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে এদিন মোদী ও ফাম মিনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম মিন চিনের উপস্থিতিতে ভারত ও ভিয়েতনামের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আমাদের আজকের আলোচনায়, আমরা পারস্পরিক সহযোগিতার সকল ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছি এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি রোডম্যাপ প্রস্তুত করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি, ভারতের "বিকশিত ভারত ২০৪৭" ভিশন এবং ভিয়েতনামের ২০৪৫ ভিশনের কারণে উভয় দেশেই উন্নয়ন গতি পেয়েছে। এটি পারস্পরিক সহযোগিতার অনেক নতুন ক্ষেত্র উন্মোচন করছে এবং তাই এখন আমরা আমাদের ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করার জন্য একটি নতুন কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করেছি। প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ৩০০ মিলিয়ন ডলারের ক্রেডিট লাইনে উপনীত চুক্তি ভিয়েতনামের সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোরদার করবে।'

ভিয়েতনাম ও ভারতের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব নতুন যুগে প্রবেশ করেছে : ফাম মিন চিন

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি.স.): ভিয়েতনাম ও ভারতের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বিবৃতিতে এই মন্তব্য করলেন ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম মিন চিন। তিনি বলেছেন, 'ভিয়েতনাম এবং ভারতের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব নতুন যুগে প্রবেশ করেছে, আমি অদূর ভবিষ্যতে ভিয়েতনাম সফরের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।' ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে, একটি আকর্ষণীয় বৈশ্বিক ভূমিকা-সহ শীর্ষ শক্তিগুলির মধ্যে একটি।'ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'ভারত কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, চার ধরনের ভ্যাকসিনের সাহায্যে, তাতে আমরাও উপকৃত হয়েছি। এমনকি কোভিড-১৯ চিকিৎসার ওষুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও আমরা ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণে আমদানি করেছি...ভারত-প্রশান্ত মহাসাগর বিশ্বের বৃদ্ধির জন্য একটি লোকোমোটিভ...আমরা এমন এক সময়ে আছি যখন পরস্পরের সঙ্গে জড়িত সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ রয়েছে।'

বাকসায় গ্রেফতার তিন মাদক কারবারি

বাকসা (অসম), ১ আগস্ট (হি.স.) : বাকসা জেলার অন্তর্গত গোবর্ধনা থানাধীন বংশীবাড়ি এলাকায় সন্দেহভাজন তিন মাদক কারবারিকে স্থানীয় জনতা পাকড়াও করে তুলে দিয়েছেন পুলিশের হাতে। পুলিশ মাদক সহ তাদের ধরে থানায় নিয়ে গ্রেফতার করেছে।

গোবর্ধনা থানার ওসি জানান, বংশীবাড়ি গ্রামে বহুদিন ধরে মাদক কারবার চলছে। পুলিশ কয়েকবার অভিযান চালিয়ে মাদক কারবারি বা পাচারকারীদের হাতেনাতে ধরতে সক্ষম হচ্ছিল না। অবশেষে গতকাল বুধবার রাতে স্থানীয় জনতা তিন মাদক কারবারিকে হাতেনাতে ধরে থানায় খবর দেন।

খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে আটক তিনজন যথাক্রমে ইশারুল আলি, বসির আহমেদ এবং রুবুল আলিকে ধরে থানায় নিয়ে আসা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে প্রদত্ত স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মঙ্গলদৈয়ে ড্রাগস সহ ধৃত যুবক

মঙ্গলদৈ (অসম), ১ আগস্ট (হি.স.) : দরং জেলার অন্তর্গত মঙ্গলদৈয়ে ড্রাগস সহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ড্রাগস সহ গ্রেফতারকৃতকে জনৈক ইনতাজ আলি বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ।

মঙ্গলদৈ থানার ওসি জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আজ বৃহস্পতিবার ভোররাতে ২ নম্বর ওয়ার্ডে অভিযান চালিয়ে ইনতাজ আলির হেফাজত থেকে সন্দেহজনক হেরোইন ভরতি ২৫টি কৌটা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এর সঙ্গে ইনতাজের ব্যবহৃত একটি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট এবং এএস ১৩ কিউ ৩৬২৮ নম্বরের মোটর বাইক।

এসি জানান, ধৃত ইনতাজ আলি দীর্ঘদিন ধরে ড্রাগস কারবারের সঙ্গে জড়িত। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

প্রধান অগ্রাধিকার উদ্ধার, পরবর্তী লক্ষ্য পুনর্বাসন : ওয়েনাড ভূমিধস প্রসঙ্গে বিজয়ন

তিরুবনন্তপুরম, ১ আগস্ট (হি.স.): প্রধান অগ্রাধিকার উদ্ধার, পরবর্তী লক্ষ্য পুনর্বাসন। কেরলের ওয়েনাডে ভূমিধস প্রসঙ্গে বললেন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। তিনি বলেছেন, 'বৃহস্পতিবার একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরপর রাজনৈতিক দলের নেতাদের বৈঠকও হয়। বৈঠকে বিরোধী দলের নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। আমাদের লক্ষ্য হল, সর্বাগ্রে উদ্ধার করা। আমি সেনাবাহিনীর সদস্যদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করি। তারা আমাদের জানিয়েছে, আটকে পড়া বেশিরভাগ মানুষজনকে উদ্ধার করা হয়েছে।

মাটির নিচে আটকে পড়া মানুষজনকে উদ্ধারের জন্য যন্ত্রপাতি নামিয়ে আনা কঠিন ছিল এবং সেতু নির্মাণের প্রচেষ্টা সহজ হয়েছে। বেইলি ব্রিজ নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে।'মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন আরও বলেছেন, 'নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধানে নদীতে উদ্ধার অভিযান অব্যাহত থাকবে। উদ্ধার হওয়া লোকজনকে সাময়িকভাবে ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হয়েছে। পুনর্বাসনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা হবে, যেমন আমরা পূর্বের পরিস্থিতিতেও করেছি। আমি মিডিয়াকে অনুরোধ করছি, লোকজনের সঙ্গে দেখা করা এবং ত্রাণ শিবিরের ভিডিও করা এড়াতে। ব্যক্তিদের গোপনীয়তা রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ।'

বাংলার কলেজে ভর্তি কমে যাওয়া শিক্ষায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফল: দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি.স.) পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলিতে কম ভর্তির হার এ বছরও অব্যাহত রয়েছে। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ এমনটাই দাবি করেছেন। দিলীপ ঘোষ দাবি করেছেন যে বিশাল ফি এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে, ভাল নম্বর পাওয়া শিক্ষার্থীরা রাজ্যের কলেজে ভর্তি হচ্ছে না। বৃহস্পতিবার সকালে দিলীপ ঘোষ মাইক্রো ব্লগিং সাইট এক্স---এ লিখেছেন, সারা বছর আসন খালি থাকে। এই প্রবণতা পরিবর্তন হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, বনগাঁ নেতাজি মহাবিদ্যালয়ে, অনার্স কোর্সের জন্য মোট ১৬২২টি আসনের মধ্যে এখনও পর্যন্ত মাত্র ১৪৬টি আসন পূরণ করা হয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য কলেজের অবস্থা কী? বিপুল ফি ও নানা বাধার কারণে ভালো নম্বর পাওয়া শিক্ষার্থীরা ভর্তি হচ্ছে না এবং শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যে রাজ্যে শিক্ষা দুর্বল, কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই, ব্যবসা করার জন্য পরিবেশ অনুকূল নয়, যেখানে অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান নেই, সেখানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে এটাই কি স্বাভাবিক নয়? জুলাইয়ের শুরুতে, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু দাবি করেছিলেন যে বাংলায় শিক্ষার ভবিষ্যত উজ্জ্বল এবং বাংলা ছাড়াও গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, অসম এবং বিহারের শিক্ষার্থীরাও বাংলার কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করছে

প্রয়াত ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রীর মা মুস্তারি খাতুন

রাঁচি, ১ আগস্ট (হি.স.): ঝাড়খণ্ড সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী ইরফান আনসারির মা মুস্তারি খাতুন (৮০) প্রয়াত হলেন। জানা গেছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন তিনি। মুস্তারি খাতুনের স্বামী ফুরকান আনসারিও একজন রাজনীতিক।

বুধবার গভীর রাতে মুস্তারি খাতুনের শারীরিক অবস্থার হঠাৎ অবনতি হয়। তড়িঘড়ি তাঁর পরিবারের লোকজন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসা চলাকালীনই তাঁর মৃত্যু হয়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। মুস্তারি খাতুন শহরের উর্দু বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
ELECTRICAL DIVISION
AGARTALA, WEST TRIPURA
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municpal Corporation, West Tripura invites on behalf the Hon'ble Mayor, Agartala Municipal Corporation" percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders / Firms / Agencies having experienced similar nature of works / appropriate class of Internal Electrical Enlistment registered with PWD/TTAADC/MES/PWD/Railway/other State PWD up to 3.00 P.M. on 12-08-2024 for the following work:-

Sl. No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING
1	DNIeT -EE (Elect)/AMC/15/2024-25	R34,58,500.00	R69,170.00	45 (Forty five) days	Date : 12-08-2024 Time : 15:00 Hrs.
2	DNIeT -EE (Elect)/AMC/16/2024-25	R25,18,188.00	R50,364.00		

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal.

For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC
Sd/-
Executive Engineer,
Electrical Division
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-tender

PNIe-T-No: 04/EE/DIV-I/AMC/2024-25 **Dated:- 29/07/2024**

The Executive Engineer, PW DIV-I, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl. No.	D.N.I.e.T. No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1	D.N.I.E.T No. 08/EE/DIV-I/AMC/2024-25	Rs.14,94,118/-	Rs.29,882/-	45 (Forty five) days
2	D.N.I.E.T No. 09/EE/DIV-I/AMC/2024-25	Rs.5,89,601/-	Rs.11,792/-	60 (Sixty) days
3	D.N.I.E.T No. 10/EE/DIV-I/AMC/2024-25	Rs.6,77,939/-	Rs.13,559/-	60 (Sixty) days
4	D.N.I.E.T No. 11/EE/DIV-I/AMC/2024-25	Rs.2,76,414/-	Rs.5,528/-	45 (Forty five) days
5	D.N.I.E.T No. 12/EE/DIV-I/AMC/2024-25	Rs.6,68,130/-	Rs.13,363/-	45 (Forty five) days

1. Last date and time for document downloading / bidding: **12-08-2024 at 14.00 Hrs /15.00 Hrs.**
2. Time and date of opening of bid : **12-08-2024 at 16.00 Hrs (if possible)**
3. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/-Illegible
(ER. SUJAY CHAUDHURY)
Executive Engineer,
PW Division No-I,
Agartala Municipal Corporation

No: 1851-70/F.140/SD-I/2010 **Dated the 29th July 2024**

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-tender

PNIe-T-No: 05/EE/DIV-I/AMC/2024-25 **Dated:- 30/07/2024**

Sl. No.	D.N.I.e.T. No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1	D.N.I.E.T No. 14/EE/DIV-I/AMC/2024-25	Rs.5,60,092/-	Rs.11,202/-	30 (Thirty) days

1. Last date and time for document downloading / bidding: **05-08-2024 at 14.00 Hrs /15.00 Hrs.**
2. Time and date of opening of bid : **05-08-2024 at 16.00 Hrs (if possible)**
3. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/-Illegible
(ER. SUJAY CHAUDHURY)
Executive Engineer,
PW Division No-I,
Agartala Municipal Corporation

No: 1869-88/F.140/SD-I/2010 **Dated the 30th July 2024**

বৈঠকে মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বলে আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

এদিকে আজ কলেজ ক্যাম্পাসে গিয়ে প্রদেশ এনএসইউআই-এর সভাপতি স্বরূপ কুমার শীল পরিস্থিতি সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেন এবং আন্দোলনকারীদের সাথে আলোচনা করেন। তারপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ওই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। সংগঠনের দাবি, অতিসত্বর একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। তারপর কলেজ কর্তৃপক্ষ ৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন বলে জানান তিনি। যদি ওই কমিটিতে সত্য উঠে না আসে তা হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ছত্তিশগড় থেকে আগরতলায় এনআইটিসিত ট্রিপল আইটিতে ভর্তি হয়েছিলেন অভিজিৎ পান্ডা। বেশ কয়েকদিন যাবৎ সে অসুস্থতা বোধ করছিলেন। কিন্তু অসুস্থতাবোধ করার পরও ট্রিপল আইটির কর্তৃপক্ষ তাকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি বলে, অভিযোগ ছাত্র ছাত্রীদের। আরও অভিযোগ, উপরোক্ত জিবি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর তার শারীরিক খোঁজখবর পর্যন্ত নিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ আসেন নি। এই খবর পেয়ে গতকাল ছত্তিসগড় থেকে তার পরিবারের সদস্যরা ছুটে আসেন। গতকালই তারা তাকে নিয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু মাঝ রাস্তায় সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। পরিবারের বক্তব্য, চিকিৎসকদের পরার্মশ মেনেই তাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ওই ঘটনা ছড়িয়ে পড়তেই এনআইটি চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আসে নি। তারপর পুলিশকে খবর পাঠানো হয়েছিল। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আসে।

গ্রেপ্তার ২

● প্রথম পাতার পর

দেবনাথ দলবল নিয়ে ব্রজেন্দ্রনগর এলাকার ট্রাই জংশনে ওৎ পেতে থাকেন।

গোপাল নাথ নামের বাইক আরোহীকে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে বাইকে থাকা ইয়াবা ট্যাবলেটের পেকেট বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেখান থেকে ৫৫০২টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। যার কালোবাজারি মূল্য প্রায় সাড়ে সাতাশ লক্ষ টাকা বলে জানান জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী।

ধৃত ড্রাগস পাচারকারী গোপাল নাথকে জেরা করে পুলিশ জানতে পারে আরতি দাস নামের এক মহিলার নিকট থেকে এই ইয়াবা গুলো ক্রয় করেছিল। পুলিশ ওই গ্রামের এক নং ওয়ার্ড এলাকা থেকে আরতি দাসকেও গ্রেফতার করে।

নতুন টোটো উদ্বোধন

বামনগোলা, ১ আগস্ট(হি.স.): বৃহস্পতিবার বামনগোলা ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে পালিত হল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দিবস। এই উপলক্ষে পাকুয়াহাট গ্রাম পঞ্চায়েতে আবর্জনা ফেলার জন্য দুটি টোটো উদ্বোধন করা হয়। পাকুয়াহাট অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে দোকান এবং বাজারের আবর্জনা সংগ্রহ করতে এই টোটো দুটি ব্যবহৃত হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বামনগোলা ব্লকের বিডিও মনোজিৎ রায় এবং পাকুয়াহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বিডিও মনোজিৎ রায় তার বক্তব্যে বলেন, 'এলাকার দোকানদারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেখান সেখানে আবর্জনা না ফেলতে। এই টোটো গাড়িগুলি আপনার দোকানের সামনে এসে আবর্জনা সংগ্রহ করবে, তাই পরিবেশ পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব সকলের।'এই উদ্যোগের মাধ্যমে পাকুয়াহাট অঞ্চলের পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশের উন্নতি ঘটানোর লক্ষ্য রয়েছে। স্থানীয় জনগণও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং নিয়ম মেনে আবর্জনা ফেলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার মেয়াদ বৃদ্ধি এনএফ রেলের

গুয়াহাটি, ১ আগস্ট (হি.স.) : যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করার জন্য চলতি আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে উভয় দিক থেকে চারটি ট্রিপের জন্য সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন নম্বর ০৩০২৭/০৩০২৮ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া এবং উভয় দিক থেকে পাঁচটি ট্রিপের জন্য সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন নম্বর ০৩১০৫/০৩১০৬ শিয়ালদহ-জাগিরোড-শিয়ালদহ-এর পরিষেবা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। স্পেশাল ট্রেনটি বিদ্যমান পরিষেবার দিন, সময় ও স্টপেজ সহ চলাচল করবে।

আজ বৃহস্পতিবার এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানান, ট্রেন নম্বর ০৩০২৭ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি সাপ্তাহিক স্পেশাল ৭ আগস্ট থেকে ২৮ আগস্ট পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবার হাওড়া থেকে ২৩:৫৫ ঘন্টায় রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ১০:৪৫ ঘন্টায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নম্বর ০৩০২৮ নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া সাপ্তাহিক স্পেশাল ৮ আগস্ট থেকে ২৯ আগস্ট পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ১২:৪৫ ঘন্টায় রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ০০:১০ ঘন্টায় হাওড়া পৌঁছেবে। উভয় দিকে যাত্রাকালে স্পেশাল ট্রেনটি কিষাণগঞ্জ, মালদা টাউন, আজিমগঞ্জ, কাটওয়া, ব্যান্ডেল ইত্যাদি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে।প্রেস বিবৃতিতে তিনি আরও জানান, ট্রেন নম্বর ০৩১০৫ শিয়ালদহ-জাগিরোড সাপ্তাহিক স্পেশাল ২ আগস্ট থেকে ৩০ আগস্ট প্রত্যেক শুক্রবার শিয়ালদহ থেকে ০৯:০০ ঘন্টায় রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ০৬:৩০ ঘন্টায় জাগিরোড পৌঁছাবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নম্বর ০৩১০৬ জাগিরোড-শিয়ালদহ সাপ্তাহিক স্পেশাল ৩ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার জাগিরোড থেকে ১৩:০০ ঘন্টায় রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ১৩:০০ ঘন্টায় শিয়ালদহ পৌঁছাবে। উভয় দিকের যাত্রাকালে স্পেশাল ট্রেনটি গুয়াহাটি, গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ জলপাইগুড়ি, কিষাণগঞ্জ, মালদা টাউন, জঙ্গিপুর রোড, আজিমগঞ্জ, ব্যান্ডেলস নৈহাটি প্রভৃতি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে। এই রুটগুলিতে চলাচলকারী অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা আরামদায়ক যাত্রার জন্য এই সুযোগ নিতে পারবেন, জানান সব্যসাচী দে।

ডিমা হাসাওয়ে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন ২০২৪-এর সূচনা দেবোলাল গার্লোসার

হাফলং (অসম), ১ আগস্ট (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন ২০২৪-এর সূচনা করলেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা। অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনের অধীনে আজ বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে গাছের চারা রোপণ ও বিতরণ করা হয়েছে।ডমা হাসাও জেলা প্রশাসন বন বিভাগের উদ্যোগে এবং হাফলঙে অবস্থিত আসাম রাইফেলস-র আগরতলা সেক্টরের সহযোগিতায় হাফলং আবর্ত ভবন প্রাঙ্গণে 'এক পেড় মা কে নাম' শীর্ষক অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন ২০২৪-এর অধীনে আনুষ্ঠানিকভাবে গাছের চারা রোপণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবলাল গার্লোসা হাফলং আবর্ত ভবন প্রাঙ্গণে গাছের চারা বিতরণ করার পাশাপাশি বৃক্ষ রোপণ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য দনপাইনন থাওসেন, ডিমা হাসাওয়ের ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার সীমান্তকুমার দাস, সরকারি অন্যান্য কর্মকর্তা, আত্মসহায়ক গোষ্ঠী এবং সাধারণ জনগণ।১ আগস্ট থেকে ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত বৃক্ষরোপণ অভিযানের লক্ষ্য, সমগ্র রাজ্যজুড়ে মোট তিন কোটি গাছ লাগানো, এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। নাগরিকরা স্থানীয় বিতরণ কেন্দ্র থেকে ১ আগস্ট থেকে ১২ আগস্ট পর্যন্ত গাছের চারা সংগ্রহ করতে পারবেন। রেজিস্ট্রেশন করতে হবে ওয়েব পোর্টাল অথবা মোবাইল অ্যাপে। অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের বৃক্ষরোপণের ছবি জিওট্যাগ করে আপলোড করতে পারেন।

বিধানসভায় দিলীপ ঘোষের জন্মদিন পালন করলেন শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি. স.) : বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ধুমধাম করে পালিত হল প্রাক্তন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের জন্মদিন। দিলীপ ঘোষ রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলীয় নেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘরে পৌঁছান। শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে স্বাগত জানান এবং লাল গোলাপের তোড়া দিয়ে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। রাজ্য বিজেপির অভ্যন্তরে দুই নেতার সমীকরণ বিবেচনা করে এই বৈঠককে অত্যন্ত "গুরুত্বপূর্ণ" বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত শুভেন্দু অধিকারী যখন ২০২০ সালের ডিসেম্বরে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন, তখন তাঁর দিলীপের সাথে অনেক বিষয়ে মতবিরোধ ছিল। দিলীপ-শুভেন্দুর সম্পর্ক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে কয়েকবার হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। এই বছরের লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে দিলীপ ঘোষ বলেন, শুভেন্দু অধিকারীর সাথে তাঁর সম্পর্ক কখনই খারাপ ছিল না। বর্তমানে দিলীপ ঘোষ বাংলার বিজেপিতে কোনও পদে নেই। লোকসভা নির্বাচনেও হেরে যান তিনি। রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা হলেন শুভেন্দু অধিকারী। সম্প্রতি দিলীপ ঘোষের মতো শুভেন্দু অধিকারীও দলের মধ্যে অহেতুক মন্তব্য করে সমালোচিত হয়েছেন। দিলীপ ঘোষও মুখ বন্ধ করে রেখেছিলেন। এমন পরিবেশে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দিলীপ ঘোষের দেখা নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে।

উদ্ধার কাজ

● প্রথম পাতার পর

রাহুল গান্ধী। সঙ্গে ছিলেন তাঁর বোন তথা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরাও। তাঁরা ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ খতিয়ে দেখেন।প্রথমে কেরলের ওয়ানাড়ের চুড়ালমালাতে যান লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। এরপর তাঁরা যান ওয়ানাড়ের মেপ্পাডিতে, সেখানে একটি সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেছেন। কথা বলেছেন দুর্যোগে বেঁচে যাওয়া মানুষজনের সঙ্গে।বিপর্যস্ত ওয়ানাড ঘুরে দেখে রাহুল গান্ধী বৃহস্পতিবার বলেন, আমার বাবা মারা যাওয়ার পর যেমন অনুভূতি হয়েছিল, আজও ঠিক তেমনই অনুভব হচ্ছে। কিন্তু এখানকার মানুষ তো তাঁদের বাবাকেই শুধু হারাননি, তাঁদের গোটা পরিবারকেই হারিয়েছেন।কেরলের ওয়ানাড়ে বৃহস্পতিবার গেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। সঙ্গে ছিলেন তাঁর বোন তথা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরাও। তাঁরা ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ খতিয়ে দেখেন। প্রথমে কেরলের ওয়ানাড়ের চুড়ালমালাতে যান লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। এরপর তাঁরা যান ওয়ানাড়ের মেপ্পাডিতে, সেখানে একটি সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেছেন। কথা বলেছেন দুর্যোগে বেঁচে ফেরা মানুষজনের সঙ্গে।

বৈঠক

● প্রথম পাতার পর

নাগরিকদের জড়িত থাকার বিষয়ে তাকে অবহিত করেন। এই অবৈধ কার্যক্রম বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সহকারী হাইকমিশনারের নিকট আবেদন জানিয়েছেন তিনি।দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা এবং সীমান্তে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার অঙ্গীকার নিয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ খাতে বাংলাদেশ-নরওয়ে সম্পর্ক মজবুত হবে : মন্ত্রী সাবের

ঢাকা, ১ আগস্ট (হি.স.) : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন দফতরের মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ ও নরওয়ের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গবেষণা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শক্তিশালী হবে। উভয় দেশ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট মূল বিষয়গুলোতে আগামী দিনগুলোতে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে।বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সচিবালয়ের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রীর কার্যালয়ে নরওয়ের বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত এসপেন রিক্টার-সভেন্ডসেনের বিদায়ী সাক্ষাৎকালে পরিবেশ মন্ত্রী এই কথা বলেন। মন্ত্রালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী সাবের চৌধুরী বিদায়ী রাষ্ট্রদূতকে বিদায়ী সাক্ষাতের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করতে বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের অবদানের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, তাঁর মেয়াদে, বাংলাদেশ-নরওয়ে সম্পর্ক আরও গভীর ও শক্তিশালী হয়েছে এবং এটি আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলি আরও প্রসারিত করার জন্য একটি দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করেছে। মন্ত্রী এছাড়াও নবায়নযোগ্য শক্তি, বন সংরক্ষণ এবং জলবায়ু অভিযোজনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক উদ্যোগ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ওপর আলোকপাত করেন।রাষ্ট্রদূত রিক্টার-সভেন্ডসেন বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং এর সমৃদ্ধ জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রচেষ্টার জন্য নরওয়ের অব্যাহত সমর্থনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। তিনি বৈশ্বিক পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্বের ওপর জোর দেন এবং বাংলাদেশের পরিবেশগত উদ্যোগগুলিকে সহায়তা করার জন্য প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য নরওয়ের প্রতিশ্রুতির কথা তুলে ধরেন।উভয় পক্ষ তাঁদের পারস্পরিক পরিবেশগত লক্ষ্যগুলিকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য সহযোগিতা বাড়ানো এবং অংশীদারিত্বের নতুন ক্ষেত্র অন্বেষণ করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে একমত হয়েছে। উভয় দেশ পরিবেশ এবং জলবায়ু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ঘনিষ্ঠভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বৈঠক শেষ হয়, যা উভয় দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

শান্তিপুরে যুগলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য: তদন্তে পুলিশ

নদীয়া, ১ আগস্ট(হি.স.) : বৃহস্পতিবার সকালে নদীয়ার শান্তিপুর এলাকায় যুগলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে বাগাছড়া পঞ্চায়েতের বাগাছড়া খেলার মাঠের পাশে আমবাগান থেকে এক নাবালিকা কিশোরী এবং এক প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত কিশোরীর পরিবার জানিয়েছে, বাগাছড়া নিবাসী গৌতম মণ্ডল নামে এক যুবকের সঙ্গে কফি খেতে গিয়ে আর ফেরেনি কিশোরী। পরিবারের লোকজন বারবার ফোন করলে তারা আসছি বলে জানায়। পরে, কিশোরীর দাদু ফোন করলে কিশোরী জানায় তাকে মুখ বেঁধে তুলে আনা হয়েছে।

রাত আনুমানিক দুটো নাগাদ তাদের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় আমবাগান থেকে। কিশোরীর মা জানান, মৃত যুবক ও কিশোরীর ভাইয়ের বন্ধুত্ব থেকেই তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে, কিশোরীর দাদু অভিযোগ করেছেন, তার নাতনিকে খারাপ কিছু করে খুন করা হয়েছে এবং তারপর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।ঘটনার পরপরই শান্তিপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে শান্তিপুর হাসপাতালে নিয়ে আসে, যেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য রানাঘাট পুলিশ মর্গে দেহগুলি পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে।

কিভাবে এবং কেন এই মৃত্যু ঘটেছে তা খতিয়ে দেখতে শান্তিপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

মিড ডে মিলের পরিদর্শনে বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

ব্যারাকপুর, ১ আগস্ট(হি.স.): মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পরিষেবা পরিদর্শনে তৎপর হয়ে উঠেছে প্রশাসন। বৃহস্পতিবার দুপুরে ব্যারাকপুর ২ ব্লকের লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের রান্না করা খাবার পরিদর্শনে আসেন বিডিও সানোয়ার আলি ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী। তারা নিজে হাতে পড়ুয়াদের খাবার তুলে দেন এবং রান্না করা খাবারের মান পরীক্ষা করতে নিজেরাও খাবার খান।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার রায় সহ উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তন্ময় রায়, স্বপন হালদার প্রমুখ। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী, সরকারি কর্মকর্তারা স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করে পরিষেবার মান পরীক্ষা করছেন। সেই ধারাবাহিকতায়, প্রবীর রাজবংশী জানান, এই পরিদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলের রান্নার গুনগতমান পরীক্ষা করা হচ্ছে।

লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন হাই স্কুলে মিড ডে মিলের খাবারের মান যথেষ্ট ভালো বলে জানান তিনি। রান্নাঘর ঘুরে দেখে, রাধুনীদের সাথে কথাবার্তা বলার পর জানা যায়, তারা এই সারপ্রাইজ পরিদর্শনে খুশি।প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার রায় জানান, এমন পরিদর্শনগুলি শিক্ষার মানোন্নয়নে সহায়ক হবে এবং শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে।প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিষেবার মান উন্নত করতে কর্মকর্তাদের সরাসরি পরিদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। এই উদ্যোগের ফলে বিদ্যালয়, কলেজ, হাসপাতালের পরিষেবার মানোন্নয়নে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

হাওড়ার বাগনানে বর্ষণমুখর দিনে ইস্টবেঙ্গল দিবস উদযাপন

হাওড়া, ১ আগস্ট(হি.স.): বৃহস্পতিবার হাওড়ার বাগনানে বর্ষণমুখর দিনে ইস্টবেঙ্গল প্রেমী সংঘ উদযাপন করল ইস্টবেঙ্গল দিবস। স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয় এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পতাকা উত্তোলন করেন ক্লাবের সদস্য প্রসূন রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের ইস্টবেঙ্গল প্রেমী সংঘের সম্পাদক চন্দ্রনাথ বসু পতাকা, উত্তরীয়, চারা গাছ ও ইলিশ মাছ দিয়ে বরণ করেন।উপস্থিত ছিলেন ডা. সৌরেন্দু শেখর বিশ্বাস, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সদস্য প্রসূন রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী শচীন ঘোষাল, বিশিষ্ট খেলোয়াড় ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বাবলু সাঁতরা, এবং সমাজসেবী কলেজ ছাত্রী পৌলমী মিশ্র প্রমুখ। প্রত্যেকে অনুষ্ঠানে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও উৎসর্গ প্রকাশ করেন।অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয় এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সম্পাদক চন্দ্রনাথ বসু। ইস্টবেঙ্গল প্রেমী সংঘের এই উদযাপন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ঐতিহ্য ও গৌরবকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে।

বীরভূমে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত বাইক চালক

বীরভূম, ১ আগস্ট (হি.স.): বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটার সময় বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত সারোদা মোড়ে এক বাইক চালক গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাঁইথিয়া থেকে কোটাসুরের দিকে যাওয়ার পথে বাইক চালক এবং একই দিক থেকে আসা একটি চায়না ভ্যানের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সারোদা মোড়ে রাস্তার উপরে চায়না ভ্যানের ঠিক পিছনে এসে ওই বাইক চালক ধাক্কা খায় এবং মাটিতে পড়ে যায়।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। আহত বাইক চালককে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে এবং পরবর্তী ব্যবস্থা নিচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে দামোদর নদে রাঙামাটি-রনডিহা সেতুর দাবি সৌমিত্রর

দুর্গাপুর, (হি.স.): দুই জেলার সীমানা দিয়ে চলে গেছে দামোদর নদ। ৩৫ কিলোমিটারের আশপাশে দামোদর নদ পারাপারের কোনও সেতু নেই। ভোট আসে, ভোট যায়। ফিরিস্তি শুনে ক্লান্ত। রেশন সহ, সরকারি যাবতীয় কাজে দামোদর নদ পেরিয়ে যেতে হয়। বর্ষায় দামোদর যখন ফুলে ওঠে তখন কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ঝুঁকি নিয়ে নৌকা পারাপার করতে হয়। নেই কোনও বৈধ নৌকাঘাট। এমনই নজিরবীহিন চিত্র দামোদর নদের উত্তর প্রান্তে মানাচরবাসীর। এবার দামোদর নদের ওপর রাঙামাটি-রনডিহা সেতুর দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখল বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। দামোদর নদের উত্তর প্রান্তে পানাগড়- দুর্গাপুর সংলগ্ন মানাচর। ভৌগলিক মানচিত্রে বাঁকুড়ার বড়জোড়া ও সোনামুখী ব্লকের অন্তর্গত। বড়জোড়া ব্লকের ঘুটগড়িয়া পঞ্চায়েতের সিতারামপুর, বড়জোড়া পঞ্চায়েতের রামকৃষ্ণপল্লী, বরিশাল পাড়া, পল্লীশ্রী কলোনী, পখন্না পঞ্চায়েতের বড় মানা, পশ্চিম পাড়া, ঢাকা পাড়া, ভৈরবপুর, ভৈরবপুর মানা, সোনামুখী ব্লকের রাঙামাটি পঞ্চায়েতের ডিহিপাড়া উত্তর মানাচর, লালবাবা মানাচর। সব মিলিয়ে ১১ টি গ্রাম সাংসদ রয়েছে। প্রায় ১২ হাজার ভোটার সংখ্যা। সবই পূর্ব বঙ্গ থেকে আগত বাসিন্দা। প্রায় ৫০- ৬০ বছর ধরে নদীর বুকে বসবাস করছে। নদী তিরবর্তী গ্রামবাসীদের কৃষির ওপর নির্ভরশীল জীবিকা। নদীর চরকে উর্বর করে চাষাবাদ করে তুলেছে। ধান, বাদাম, সরষে, আলু, পেঁয়াজ, স্ট্রবেরী, ফুল—সহ নানান সব্জি চাষের নজির গড়েছে। সারা বছরই চাষবাস হয়। ফলন ভালো হলেও আশপাশে হিমঘর না থাকায় কৃষকরা সংরক্ষণ সেভাবে করতে পারে না তাদের উৎপাদিত কৃষিজ ফসল। কংক্রিটের রাস্তা তাদের কাছে স্বপ্ন। প্রাইমারি স্কুল রয়েছে ৮ টি, তবে কোন হাইস্কুল নেই। নদীর জল পেরিয়ে পশ্চিম বর্ধমানের আমলাজোড়া ও সিলামপুর হাইস্কুলে যেতে হয় পড়ুয়াদের। আশপাশে নেই কোনও হাসপাতাল। প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে বড়জোড়া কিম্বা কাঁকসা, দুর্গাপুর ছুটতে হয়ে রোগী নিয়ে। বর্ষায় চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় বাসিন্দাদের। ইলেক্ট্রিক পরিষেবা পেলেও ভরসা সেই পূর্ব অথবা পশ্চিম বর্ধমান জেলার দফতরের। রাঙামাটির উত্তর মানাচরে বিদ্যুত পরিষেবা তথৈবচে। বিদ্যুত সংযোগ রয়েছে। কিন্তু নতুন করে সংস্কার হয়নি বিদ্যুতের তার ও খুঁটির। ফলে প্রায়দিনই বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ে যায়। দুর্ঘটনাও হয়। বছর কয়েক আগে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে এক যুবকের মৃত্যুও হয়েছে। গ্রীষ্মকাল গরমের দাপটে ঝুলে পড়ে পুরোনো তার। প্রায়দিনই দুই তারের সংস্পর্শে আগুনের ঝলকানিতে আতঙ্কে দিন কাটে বাসিন্দাদের। বিপদের শঙ্কা স্থানীয় বিদ্যুত দফতরে আবেদন করে জুতোর শুকতলা খুইয়েছে বাসিন্দারা। তবুও সমস্যা সেই তিমিরে, সুরাহা হয়নি। দামোদরে সামান্য জল রাশি বাড়লেই বিদ্যুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় বলে অভিযোগ। আর তাতেই বর্ষাকালে অন্ধকারে ডুবে থাকতে হয় গোটা উত্তর মানাচর গ্রামকে। রাজ্য সরকার দুয়ারের রেশন প্রকল্প চালু করলেও, সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত বাসিন্দারা। বাঁকুড়া জেলার বাসিন্দাদের তাই ঝুঁকি নিয়ে নদী পেরিয়ে অথবা ৭০ কিলোমিটার ঘুরে সরকারি কাজ সারতে যেতে হয় সোনামুখি, বড়জোড়ায়। এমনকি পঞ্চায়েতের কাজ সারতে হলেও, ওই ৭০ কিলোমিটার ঘুরে যেতে হয়। আবার নদীর দক্ষিন প্রান্তে বাঁকুড়ার সোনামুখি ব্লকের রাধামোহনপুর, নিত্যানন্দপুর, পলাশডাঙা, ডিহিপাড়া, রাঙামাটি সহ প্রায় ৫০ টি গ্রাম রয়েছে। সেখানের চাষীদের উৎপাদিত সব্জি বিক্রির সদর বাজার নদীর উত্তর প্রান্তে বুদবুদ, পানাগড়। দৈনিক শ---পাঁচেক চাষী রনডিহা জলাধার, সিলামপুর ঘাট দিয়ে পানাগড়, বুদবুদে সব্জি বিক্রি করতে নদী পেরিয়ে আসা যাওয়া করে। এছাড়াও পানাগড় রেলস্টেশন তাদের যাতায়াতের একমাত্র সহজ পথ। অনেক স্কুল, কলেজ পড়ুয়াকে মানকর কলেজ অথবা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, দুর্গাপুর যাতায়াত করতে হয় নদী পেরিয়ে। অনেক সময় দুর্ঘটনাও ঘটে নদী পারাপার করতে গিয়ে নৌকাডুবি, স্রোতের জলে তলিয়ে যাওয়ার মত ঘটনা ঘটে। তাই দুই জেলার নদী তীরবর্তি বাসিন্দাদের রনডিহা অথবা সিলামপুর ঘাটে দামোদরের ওপর সেতুর দীর্ঘদিনের। সোমবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সাংসদরা সাক্ষাৎ করেন। রাজ্যের উন্নয়ন মূলক বিভিন্ন কাজের দাবি রাখেন সাংসদরা। গ্রামবাসীদের দাবি মেনে এদিন প্রধানমন্ত্রীর কাছে দামোদর নদের ওপর রাঙামাটি-রনডিহা সেতুর দাবিতে আবেদন করেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। ওই সেতু নির্মান হলে বিষ্ণুপুর, সোনামুখি থেকে পানাগড়, দুর্গাপুর, বোলপুর যোগাযোগ দুই জেলার বাসিন্দাদের আরও সহজ হবে। বিষ্ণুপুর থেকে সোনামুখি পানাগড় বোলপুর প্রায় ৭০ কিলোমিটার ঘুরপথ কমবে। এছাড়াও কৃষিজ পণ্য বিপননে বাঁকুড়া জেলার চাষীরা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে। সোনামুখির নিত্যানন্দপুর রাঢ়বঙ্গের সবচেয়ে বড় কৃষি বিপননের মার্কেট। সেখান থেকে পাইকারি দরে কিনে লরি ভর্তি সবজি কলকাতা, ওড়িশা, টাটা, আসানসোল, উত্তরবঙ্গে যায়। এই সেতু নির্মান হলে খুব সহজে সেখান থেকে ১৯ জাতীয় সড়ক ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রপ্তানিতে সুবিধা হবে। তার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন হলে, আর্থ সামাজিক উন্নতি হবে কৃষি প্রধান বাঁকুড়া জেলার ওই গ্রামগুলির। স্বাভাবিকভাবে রাঙামাটি-রনডিহা সেতু নির্মান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বলেন,' প্রধানমন্ত্রী আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন এবং আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের স্বার্থে আমাদের আরও কাজ করতে অনুপ্রাণিত করলেন। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প এবং সংসদীয় কাজের ক্ষেত্রে কিভাবে সংকীর্ণ রাজনীতি বারংবার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে সেই বিষয়ে আবারও অবগত করলাম।' তিনি বলেন,' বিষ্ণুপুরের ব্রিটিশ আমলের পরিত্যাক্ত বিমান অবতরনের প্রায় দু হাজার একর জমি রয়েছে। সেখানে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম অথবা ঙ্গট্রঙ্গঞ্জ র উৎপাদন কেন্দ্র তৈরী করার দাবি জানিয়েছি। এছাড়াও কৃষি কাজে জলসেচের সুবিধা, মৎস পালনের সুবিধা সহ একাধিক কারণে প্রকাশ ঘাট ব্রিজ, রাঙ্গামাটি-রণডিয়া ব্রিজ, সোনামুখী-পানঘর বাঁধ নির্মাণ ও সংস্কার, যমুনা বাঁধ, শ্যাম বাঁধ, কালিন্দী বাঁধ, লাল বাঁধ, কৃষ্ণ বাঁধ, গাতার বাঁধ এবং পোকা বাঁধ—এর সংস্কার ও সৌন্দর্য্যায়নের আবেদন রেখেছি। প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন।'

ক্রীড়াঙ্গন

লক্ষী ভান্ডারের অলিম্পিক ক্যুইজ প্যারিসেও পৌঁছোল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।আগরতলার মেসার্স লক্ষী ভান্ডার আয়োজিত প্যারিস অলিম্পিক কুইজ ধামাকা এবার প্যারিস পর্যন্ত পৌঁছে গেল। বুধবার প্যারিস অলিম্পিক গেমসে রাজ্যের প্রতিনিধি হয়ে উপস্থিত সুজিত রায় মেসার্স লক্ষী ভান্ডার আয়োজিত অলিম্পিক কুইজ ধামাকার আবেদন পত্র তুলে দিলেন অলিম্পিক গেমসে হাজির বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের হাতে। অনেকেই এই কুইজে অংশ গ্রহণ করে ফর্ম পূরণ করে জমা ও করেন। প্যারিস থেকে সুজিত রায় জানান, এই প্রথম অলিম্পিক কুইজ এর ফর্ম উদ্যোক্তা সংস্থার তরফে অলিম্পিক গেমসে হাজির হয়ে মানুষের হাতে তুলে দেয়া হলো। আগামী ৬ আগস্ট এই অলিম্পিক কুইজ এর ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ দিন।

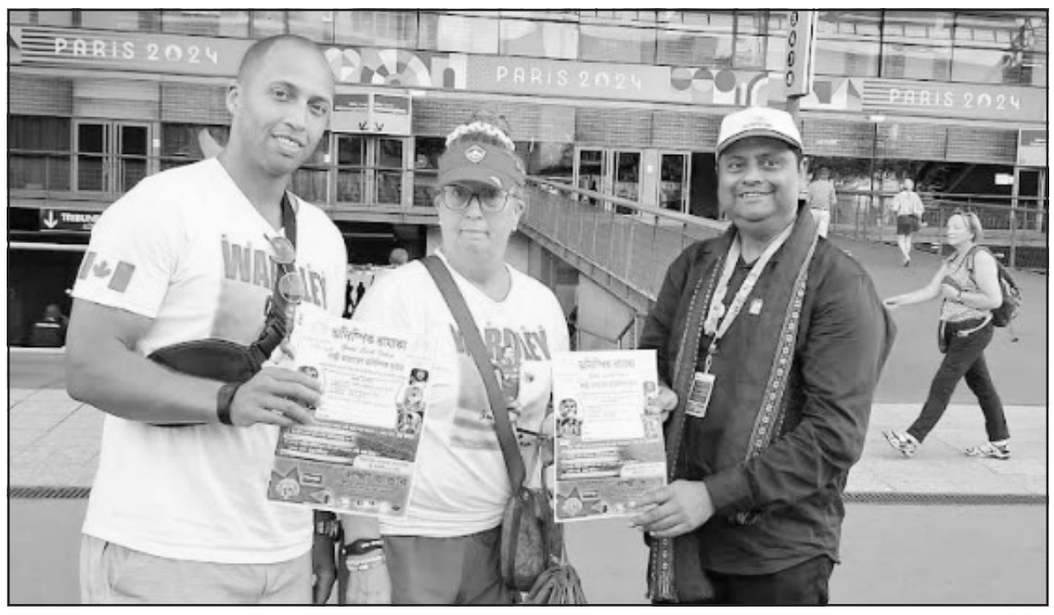

টেকনো ইন্ডিয়া ক্যাম্পাসে দালান বাড়ি উদ্বোধনে দাবাড়ু অর্শিয়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরার নতুন দালান বাড়িতে বৃহস্পতিবার থেকে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পঠন পাঠন শুরু হল। এদিন এই নতুন দালান বাড়িতে পঠন পাঠনের যাত্রাকে সামনে রেখে ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব উত্তরের প্রথম মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু অর্শিয়া দাস। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি নতুন ব্যাচের শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের অংশ ছিল। এদিন ইউনিভার্সিটির প্রথম সেমিস্টারের নতুন ছাত্র-ছাত্রী সহ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের নিয়ে অর্শিয়া দাস ও ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর (ডঃ) রতন কুমার সাহা নতুন দালান বাড়িতে প্রবেশ করেন। নতুন বিল্ডিং এ প্রবেশের পথে ছাত্র -ছাত্রী সহ অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের গোলাপ ফুল ও গ্রিটিংস কার্ডের মাধ্যমে স্বাগত জানান ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ। এদিন ইউনিভার্সিটি নতুন বাড়িতে পঠন পাঠন এর অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বিস্ময় বালিকা পূর্ব উত্তরের প্রথম মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু অর্শিয়া দাসকে সংবর্ধনা দিল টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে পুষ্পস্তবক দেওয়ার পাশাপাশি তার হাতে স্মারক এবং তার সাফল্যের অঙ্কিত একটি ছবি দিয়ে তাকে সংবর্ধনা দেয়া হলো। শুধু তাই নয় , তার পিতা-মাতাকেও সংবর্ধনা জানালেন টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ। অনুষ্ঠানে অর্শিয়ার দাবার প্রসার ঘটানোর জন্য একটি দাবা বোর্ড উপহার দেন ইউনিভার্সিটি উপাচার্য প্রফেসর (ডঃ) রতন কুমার সাহাকে। এদিন টেকনো ইন্ডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তরফ থেকেও তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ দিবাকর দেব। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রতিশ্রুতি দেন, ভবিষ্যতে বড় কোন ইভেন্টে অর্শিয়া অংশ নিলে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষার জন্য অর্শিয়া যদি টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে চান তা হলেও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ও কলেজের অধ্যক্ষ দিবাকর দেব। মহেশখলা অবস্থিত টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরার ক্যাম্পাসে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপাচার্য প্রফেসর (ডঃ) রতন কুমার সাহা এবং কলেজের প্রিন্সিপাল সহ টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা এবং কলেজের অন্যান্য ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের আয়োজন করা হয়।

সোয়ামের হ্যাটট্রিক, জন-এর জোড়া গোল জয়ের সারণীতে এগোচ্ছে কল্যাণ সমিতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সাত গোলে দুর্দান্ত জয় কল্যাণ সমিতির। এই জয় কল্যাণ সমিতিকে একদিকে যেমন জয়ের ধারা অটুট রাখতে সাহায্য করেছে, অপরদিকে পয়েন্ট তালিকায় আপাতত দ্বিতীয় শীর্ষে উঠতে পেরেছে। টিএফএ আয়োজিত বি ডিভিশন লিগের খেলা, কল্যাণ সমিতি বনাম এনএসআরসিসি-র ম্যাচ। বিকেল চারটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে। অনেকটা একতরফা খেলায় কল্যাণ সমিতি প্রথমার্ধে ৩-০ গোলে এগিয়েছিল। খেলায় সোয়াম হুইপার হালামের হ্যাটট্রিক এবং জন জমাতিয়ার জোড়া গোল বেশ উল্লেখযোগ্য। খেলার ১৩ ও ৩০ মিনিটের মাথায় জন জমাতিয়ার দুটো গোলের পর ৮ মিনিট বাদে সোয়াম হুইপার হালামের গোল। প্রথমার্ধে কল্যাণ সমিতি তিন গোলে এগিয়ে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধে ৫১ ও ৮৮ মিনিটের মাথায় সোয়াম হুইপার হালামের আরও দুটি গোল এবং মাঝে মনোজিৎ সিং বড়ুয়ার একটি গোল দলকে ৬-০তে লিড এনে দেয়। একেবারে শেষ পর্যায়ে অবর্ণহরি জমাতিয়ার আরও একটি গোল করলে চূড়ান্ত ফলাফল ৭-০ হয়। এদিকে এনএসআরসিসি-র ছন্দহীন আক্রমণ ভাগের পাশাপাশি দুর্বল রক্ষণভাগ গোল পরিশোধের সুযোগ যেমন পায়নি, তেমনি প্রতিরোধের ক্ষমতাও হারায়। খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি বিজয়ী কল্যাণ সমিতির জন জমাতিয়াকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। চার ম্যাচ ৯ পয়েন্ট পেয়ে কল্যাণ সমিতি গোল ব্যবধানের সৌজন্যে পয়েন্ট তালিকার দ্বিতীয় শীর্ষে উঠে এসেছে। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি অসীম বৈদ্য, খোকন সাহা, পল্লব চক্রবর্তী ও তপন কুমার নাথ।

জুয়েলের জোড়া গোল, বীরেন্দ্রকে হারিয়ে জয় অব্যাহত পুলিশের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের। যদিও কষ্টার্জিত জয়। ৩-২ গোলের ব্যবধানে বীরেন্দ্র ক্লাবকে হারিয়ে। তবে শেষ মুহূর্তে বীরেন্দ্র ক্লাবের আক্রমণ ভাগের ফুটবলাররা যেভাবে গোল পরিশোধের লক্ষ্যে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিল, আরও একটু সময় পেলে হয়তো খেলার ফলাফল অন্যরকম হতো। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত বি-ডিভিশন লীগ ফুটবলের ১৫ তম ম্যাচে আজ, বৃহস্পতিবার পুলিশ আর.সি তিন-দুই গোলের ব্যবধানে বীরেন্দ্র ক্লাবকে পরাজিত করেছে। শুরুতে পুলিশ দল এক গোলে পিছিয়ে থেকে কাম ব্যাক করেছে। গোলের শুরু খেলার তিন মিনিটের মাথায় বীরেন্দ্র ক্লাবের চুখতার জমাতিয়ার পা থেকে। কিন্তু মিনিট চারেক বাদেই পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের বাদল দেববর্মা গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। পরক্ষণে খেলার চেহারা অনেকটা পাল্টে যায়। পুলিশ আর.সি-র আক্রমণ ভাগের ফুটবলাররা ক্রমশ সুযোগ খুঁজতে থাকলে একসময় ভেদ করে ফেলে বীরেন্দ্র ক্লাবের রক্ষণভাগ। ২৪ ও ৩০ মিনিটের মাথায় পুলিশ আর.সি-র পক্ষে জুয়েল দেববর্মা পরপর দুটি গোল করলে ম্যাচের লাগাম পুলিশ দলের পক্ষে চলে আসে। প্রথমার্ধের অবশিষ্ট সময়ে আর কোনও গোলের হদিস মেলেনি। দ্বিতীয়ার্ধে পুলিশ দলের ফুটবলাররা গোলমুখী আক্রমণ করার চেয়ে রক্ষণভাগে একটু নজর বাড়ায়। তবে খেলার ৭৮ মিনিটের মাথায় বীরেন্দ্র ক্লাবের হাচুং জমাতিয়া আরেকটি গোল করলে ব্যবধান কমে দুই-তিন হয়। পরবর্তী সময়ে বীরেন্দ্র ক্লাবের ফুটবলাররা চেষ্টা চালিয়ে গেলেও তৃতীয় গোলটি শোধ করার তেমন কোনও ফুরসৎ পায়নি। ৩-২ গোলে জয় ছিনিয়ে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব জয়ের ধারা অটুট রেখে ৩ পয়েন্ট অর্জন করে পুলিশ দল ঘরে ফেরে। খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি বিজয়ী পুলিশ দলের অনিকেত জমাতিয়াকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি পল্লব চক্রবর্তী, খোকন সাহা, তপন কুমার নাথ ও অসীম বৈদ্য।

ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল প্রতিষ্ঠার রজত জয়ন্তী দিবস উদযাপিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাঁধারঘাটস্থিত রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের ২৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস তথা রজত জয়ন্তী দিবস উদযাপিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে তিনটায় স্কুল প্রাঙ্গনে জাকজমক ভাবে এই বিশেষ দিনটি উদযাপন করেছে বিদ্যালয় কতৃপক্ষ। বর্ণময় উদযাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অলিম্পিয়ান পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, এমএলএ মিনা সরকার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের উপ অধিকর্তা পায়মং মগ, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট শিল্পীদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও ক্রীড়াঙ্গনে এবং শিক্ষায়তনে যে সকল খেলোয়াড়রা বিশেষ পারদর্শীতা দেখিয়েছে তাদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে অলিম্পিয়ান পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার কে এশিয়ান জিমন্যাস্টিকসে সাফল্য অর্জনের সৌজন্যে। প্রতি ক্লাসে ১ম, ২য়, ৩য় স্থানাধিকারী ছাড়াও বোর্ডের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে যারা প্রথম বিভাগে সফল হয়েছে তাদের প্রত্যেককে বিশেষ করে মোট ৪০ জনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। নবাগতদের বরন করে নেওয়া হয়েছে। সামগ্রিক অনুষ্ঠান সাফল্যমন্ডিত হওয়ায় বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

রাখাল শীল্ড ফুটবল ফ্লাড লাইটে বীরেন্দ্র-বুলেটসের ম্যাচ দিয়ে শুরু ১৪ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাখাল শীল্ড ফুটবল টুর্নামেন্টের সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত এবারকার রাখাল শীল্ড ফুটবল টুর্নামেন্ট উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ফ্লাডলাইটে অনুষ্ঠিত হবে। এবারকার রাখাল মেমোরিয়াল শীল্ডে স্পন্সররের ভূমিকায় এগিয়ে এসেছে নীলজ্যোতি ট্রাভেলস। স্বাভাবিক কারণে টুর্নামেন্টের নামকরণে হবে নীলজ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। এবারকার আসরে দশটি দল অংশ নিচ্ছে। উদ্বোধনী ম্যাচ হবে ১৪ আগস্ট সন্ধ্যা ছটায়। এতে বীরেন্দ্র ক্লাব ও নাইন বুলেটস পরস্পরের মুখোমুখি হবে। এছাড়া, অন্য ৮ টি দল হল এগিয়ে চলো সংঘ, লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার, টাউন ক্লাব, ত্রিবেণী সংঘ, জুয়েলস এসোসিয়েশন, ব্লাড মাউথ ক্লাব, পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব এবং রামকৃষ্ণ ক্লাব। নকআউট পদ্ধতিতে টুর্নামেন্ট। ২২ ও ২৩ আগস্ট দুটি সেমিফাইনালের পর ২৬ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল ম্যাচ। টুর্নামেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে এই ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান

সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট: রাজ্যে আগামী ১৩ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট, ২০২৪ 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযান অনুষ্ঠিত হবে। এই অভিযান কর্মসূচিকে সফল করতে আজ সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সভাপতিত্বে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব সহ সচিব ও পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের আট জেলার জেলাশাসকও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই সভায় অংশ নেন। সভায় মুখ্যমী রাজ্যে এই বছরের 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযান সফল করতে সবাইকে আরও গুরুত্ব সহ এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২২ সালে দেশব্যাপী 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযান শুরু করেছিলেন। দেশ রক্ষায় যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের প্রতি সম্মান জানানোর লক্ষেই এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রস্তুতি সভায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে যেসব জায়গায় অমৃত সরোবর রয়েছে, সেখানে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি উপলক্ষে অনুষ্ঠান আয়োজনের পরামর্শ দেন। অনুরূপভাবে রাজ্যের অমৃত ভাটিকা, '৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম' কর্মসূচির অধীনে সীমান্ত গ্রামগুলিতেও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি উদযাপনের কথা তিনি ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচিতে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরা প্রয়োজন। এই কর্মসূচিতে সব স্তরের জনপ্রতিনিধিদের যুক্ত করার উপরও মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। এডিসি এলাকা সহ সর্বত্র 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি পালনের জন্যও মুখ্যমী সভায় গুরুত্ব আরোপ করেন।সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী রাজ্যে এবছর 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযান সফল করতে গৃহীত কর্মসূচি ও রূপরেখা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তিনি জানান, 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযান ২০২২ সালে শুরু হয়েছিল। এবছরও কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মকের নির্দেশিকা অনুসারে এই অভিযানের আয়োজন করা হচ্ছে। তিনি এই কর্মসূচিতে গত দু'বছর তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে জাতীয় পতাকা সরবরাহের তথ্য তুলে ধরেন। সভায় সচিব জানান, 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচিকে সফল করতে রাজ্যব্যাপী প্রচার অভিযানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রিন্ট ইলেক্ট্রনিক, ওয়েব, সামাজিক মাধ্যম ও এলইডিনের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনমূলক ভিডিও বার্তা প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।সামাজিক মাধ্যম এবং এলইডিনের মাধ্যমে অডিও ভিস্যুয়াল প্রচারও চালানো হবে। জেলা, মহকুমা, ব্লক, আগরতলা পুর নিগম সহ নগর শাসিত সংস্থাগুলির সদর কার্যালয়ে ব্যানার, স্ট্যানডিজ, হোর্ডিং লাগানোরও পরিকল্পনা দপ্তর থেকে নেওয়া হয়েছে। দেশপ্রেম চেতনাকে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জাগ্রত করতে সমস্ত বিদ্যালয়গুলির প্রার্থনা সভায় এই কর্মসূচির বার্তা পৌঁছানোর কথা সভায় তুলে ধরা হয়। অফিস প্রাঙ্গণগুলিতে নির্ধারিত দিন ও তারিখে এই কর্মসূচির বার্তা ও আবেদন পড়া হবে। এছাড়াও 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচিকে সফল করতে বিভিন্ন ক্লাব, সেচ্ছাসেবী সংস্থা, ব্যবসায়িক ও সামাজিক সংগঠনগুলি যুক্ত করা হবে। জেলা, মহকুমা, ব্লক, আগরতলা পুর নিগম সহ নগরশাসিত সংস্থাগুলির হেড কোয়ার্টারে সেলফি পয়েন্ট তৈরি করা হবে। সভায় বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব, সচিবগণ রাজ্যে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে তাদের পরিকল্পনার কথা জানান। এই কর্মসূচিকে সফল করতে জেলা প্রশাসনও তাদের কর্মপরিকল্পনা সভায় অবহিত করেন।

প্রয়াত সাংবাদিকদের পরিবারের একজনকে চাকুরি প্রদান এবং আর্থিক সাহায্য প্রদানের দাবি জানালো ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট: প্রয়াত সাংবাদিক এবং তাদের পরিবারের কথা চিন্তা করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহার নিকট বিশেষ দাবি জানালো ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন।মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সভাপতি প্রণব সরকার জানিয়েছেন,গত এক বছরে রাজ্যের বেশ কয়েকজন কর্মরত সাংবাদিক বিভিন্ন রোগে ও দুর্ঘটনায় প্রয়াত হয়েছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সোনামুড়ার সাংবাদিক আব্দুল সাত্তার, খোয়াইয়ের সাংবাদিক মানষ ভট্টাচার্য্য, চিত্র সাংবাদিক দেবাশিস বড়ুয়া, সাংবাদিক কনাদ মোদক, দুলাল চক্রবর্তী, পার্থ সেনগুপ্ত, সমরেশ রাহা প্রমুখ।এছাড়াও অতীতে প্রয়াত হয়েছেন আরো বেশ কয়েকজন সাংবাদিক এবং চিত্র সাংবাদিক।

আক্ষেপের বিষয় হলো প্রয়াত সাংবাদিক, চিত্র সাংবাদিকদের বেশিরভাগ পরিবার পরিজনদের কোন ধরনের আয়ের উৎস নেই। তাদের পরিবার অর্ধাহার, অনাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রয়াত সাংবাদিকদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা প্রায় বন্ধ হবার পথে। এই অবস্থায় সরকারিভাবে তথ্য অনুসন্ধান করে অভীতে এবং সাম্প্রতিককালে যে সমস্ত সাংবাদিক চিত্র সাংবাদিকরা প্রয়াত হয়েছেন এবং যাদের পরিবারের ন্যূনতম আয়ের উৎস নেই সেই সব পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি প্রদান এবং আর্থিক সাহায্য করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।প্রয়াত সাংবাদিকদের পরিবারের কথা চিন্তা করেই ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

গুরুতর আহত শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট: বাড়ি নির্মাণের কাজ করতে গিয়ে একতলা থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত এক শ্রমিক। আহত শ্রমিক বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনার ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে উদয়পুর ডাকবাংলা এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, এলাকার বাসিন্দা অঙ্কন দাসের বাড়িতে একতলায় রেলিং নির্মাণের কাজ করছিলেন ওই শ্রমিক। সঙ্গে অন্যান্য শ্রমিকরাও ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ এই একতলা থেকে পড়ে যান ওই শ্রমিক। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিককে উদ্ধার করে উদয়পুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তার অবস্থা গুরুতর হয় তাকে রাজধানীর জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানেই বর্তমানে চিকিৎসাধীন সে।

চুরির অভিযোগে এক নেশাখোর যুবককে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১ আগস্ট: কৈলাসহর থানার পুলিশ এক চোরকে আটক করে আদালতে সোপর্দ করেছে। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধরায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ।বৃহস্পতিবার দুপুরবেলা কৈলাসহর থানার পুলিশ এক ছাগল চোরকে কৈলাসহর থানা থেকে কৈলাসহর দায়রা আদালতে প্রেরণ করে। জানা যায় কৈলাসহর লক্ষ্মীছড়া ব্রিজ সংলগ্ন বাধের পার এলাকার বাসিন্দা বীরেন্দ্র শব্দকরের ছেলে কিষান শব্দকরের বিরুদ্ধে শহরে এলাকায় বিভিন্ন বাড়ি থেকে ছাগল সহ বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করার অভিযোগ রয়েছে।৩০ জুলাই ছাগল চুরি করার অপরাধে গৌরনগর ২ নং ওয়ার্ড এলাকা থেকে কিষান শব্দকরকে গ্রেফতার করে কৈলাসহর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে একটি সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কিষাণ শব্দকর বিভিন্ন নেশার সাথে জড়িত রয়েছে বলেও জানা যায়।বৃহস্পতিবার দুপুরবেলা তাকে কৈলাসহর থানা থেকে কৈলাসহর দায়রা আদালতে প্রেরণ করা হয়।

বিরোধী শূন্য মাঠে বিজেপির প্রচার অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধলাই, ১ আগস্ট: ধলাই জেলার জেলা পরিষদের ছয়টি আসনে বিজেপি প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। জেলা পরিষদের তিনটি আসনে দ্বিমুখী প্রতিদ্বন্দিতা হচ্ছে। ধলাই জেলার জেলা পরিষদ আসনে যে কয়টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সব কয়টি আসনে বিজেপি দলের প্রার্থীরা ভোট প্রচারে এগিয়ে রয়েছে। বিরোধী কংগ্রেস দলের প্রার্থীরা এখন পর্যন্ত ভোট প্রচারে মাঠে নেই। বলা যায় খালি মাঠে বিজেপির প্রার্থীরা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রচার করছে।

ধলাই জেলার জেলা পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ৯টি।এর মধ্যে ৬টিতে বিজেপির প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। এই জেলা পরিষদের ৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে বিজেপি এবং কংগ্রেস দলের প্রার্থীদের মধ্যে। এই ৩টি আসন হল, জেলা পরিষদের ২ নং আসন, ৩ নং আসন এবং ৭ নং আসনে।

বৃহস্পতিবার ধলাই জেলার জেলা পরিষদের ৩ নং আসনে বিজেপির প্রার্থী সন্তোষ কুমার দাস পশ্চিম কুচাইনালা পঞ্চায়েতের মেথির মিয়া মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামে দলীয় কার্যকর্তাদের নিয়ে ভোট প্রচারে বের হন। ভোট প্রচারে যোগ দেন সুরমা এলাকার বিজেপির বিধায়িকা স্বপ্না দাস। ভোট প্রচার করতে গিয়ে ধলাই জেলার জেলা পরিষদের ৩ নং আসনের বিজেপির প্রার্থী সন্তোষ কুমার দাস বলেন, এখানে আমার প্রতিপক্ষ কংগ্রেসের কোন কার্যক্রম নেই। আমার বিশ্বাস রাজ্য ও কেন্দ্রের ডাবল ইঞ্জিন সরকার যে গতিতে উন্নয়নের কাজ করছে বিরোধীদের জামানা বাজেয়াপ্ত হবে।

ধর্মনগর পুর পরিষদে প্রদ্যুত দে সরকারের চেয়ারপার্সন পদবহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ আগস্ট: ধর্মনগর পুর পরিষদে চেয়ার পার্সন পদে বহাল থাকবেন প্রদ্যুৎ দে সরকার।আগামীকাল থেকে পুনরায় কাজকর্ম করার জন্য নির্দেশ হয়েছে।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরেই শাসক দলীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সনের কক্ষে তালা ঝুলছে। এতে নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। চেয়ারপার্সনের তালা বন্ধ কক্ষ খুলে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে আগামীকাল থেকে চেয়ারপার্সন প্রদ্যুৎ দে সরকার ধর্মনগর পুর পরিষদের গিয়ে নিয়মিত কাজকর্ম করবেন। ধর্মনগর পুর পরিষদের বিরোধী দলের কোন সদস্য নেই।

গত কিছুদিন আগে ২৫ জন সদস্যের মধ্যে কুড়িজন সদস্য চেয়ারপার্সনের বিরুদ্ধে মাদক পাচারের অভিযোগ এনে অনাস্থা পেশ করে। যে সমস্ত কাউন্সিলর অনাস্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছিলেন তাদেরকে নানাভাবে হেনস্ত করা শুরু হয়। এর মধ্যে অমর দেব নামে এক কাউন্সিলরকে মোবাইলে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

কৃষক বিরোধী এবং শ্রমিক বিরোধী বাজেট পেশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার: পবিত্র কর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট: কৃষক বিরোধী এবং শ্রমিক বিরোধী বাজেট পেশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই বাজেটে কৃষকদের পদদলিত করা হয়েছে। তাই আজ কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরোধিতা করে রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল করেছে সংযুক্ত কিষান মোর্চা রাজ্য কমিটি। পাশাপাশি কমিটির নেতৃত্বরা বাজেটের প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এদিন পবিত্র কর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটে কৃষকদের দেওয়া কেনো প্রতিশ্রুতি পালন করে নি। ২০২১ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর সচিব সংযুক্ত কিষান মোর্চার নিকট লিখিত গ্যারান্টি দিয়েছিল এনএসপি-র জন্য নতুন আইন প্রনয়ণ করবেন। কিন্তু বাজেটে তা দেখা যায়নি।

তাঁর কথায়, কৃষক বিরোধী এবং শ্রমিক বিরোধী বাজেট পেশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই বাজেটে কৃষকদের পদদলিত করা হয়েছে। তাই সারা দেশব্যাপী সংযুক্ত কিষান মোর্চার পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরোধিতা করা হয়েছে।

বিএসএফের গোপন অভিযানে বাঁধা পড়ল অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা, চলল দুই রাউন্ড গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১ আগস্ট: বিএসএফের কাছে খবর ছিল, পানসিসাগর সেক্টরের মাগুরছলি বিওপি এলাকায় বেশ কিছু বাংলাদেশী নাগরিক ভারতে আসার চেষ্টা চালাচ্ছে। সেই অনুযায়ী সকাল থেকে উৎ পেতে বসেছিল বিএসএফ জওয়ানরা। দুপুর প্রায় তিনটা নাগাদ জিরো লাইন এলাকা দিয়ে ২০ থেকে ২৫ জন বাংলাদেশী নাগরিক ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করে।বিএসএফ জওয়ানরা তাদের থামানোর চেষ্টা করলে তারা বিএসএফের কথায় কর্ণপাত করেনি। বাধ্য হয়ে বিএসএফ জওয়ানরা গ্রেনেড ছুঁড়ে। এতে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে অনুপ্রবেশকারীরা।তারা ধারালো অস্ত্র এবং পাথর ছুড়তে থাকে বিএসএফের উপর। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবং প্রাণ রক্ষার্থে বিএসএফ জওয়ানরা দুই রাউন্ড গুলি চালায়। যদিও বনাঞ্চলের সুযোগ নিয়ে অনুপ্রবেশকারীরা পুনরায় বাংলাদেশে ফিরে গেছে। বিএসএফ জওয়ানরা ওই এলাকায় অব্যাহত রেখেছে।

বিএসএফ ও বিজিবির মধ্যে কমান্ড্যান্ট পর্যায়ের পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট: বৃহস্পতিবার বিএসএফ এবং বিজিবির মধ্যে কমান্ডেন্ট পর্য্যায়ের পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ধলাই জেলায় হরিয়ামুনি পাড়া বিওপিতে ১২৬ ব্যাটেলিয়ানে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন বিএসএফ কমান্ড্যান্ট ললিত মোহন পন্ত এবং বিডি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহামুদুল হাসান।বৈঠকে বিএসএফ বাংলাদেশ থেকে ভারতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ, বাংলাদেশের ভূখণ্ড থেকে ভারতীয় বিদ্রোহী গোষ্ঠীর তৎপরতা, বাংলাদেশি চোরাকারবারিদের দ্বারা চোরাচালানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। বিজিবি এসব আন্তঃসীমান্ত অপরাধী ও অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ইতিবাচক ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।

দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা এবং সীমান্তে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার অঙ্গীকার নিয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিএসএফ ত্রিপুরায় সীমান্ত সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বস্তরে বিজিবির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছে।

প্রশিক্ষিত নারকোটিক্স ডগ-র সহায়তায় বিপুল পরিমাণ সিগারেট উদ্ধার বিএসএফ -র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট: দক্ষিণ ত্রিপুরায় বিপুল পরিমাণ সিগারেট উদ্ধার করল বিএসএফ জওয়ানরা।বুধবার গোপন খবরের ভিত্তিতে, শ্রীনগর থানার পুলিশ এবং বিএসএফ জোয়ানরা শ্রীনগরের এর ভেতর এলাকায় এক যৌথ অভিযান চালায়।যৌথ অভিযানে রাকেশ ঠাকুর(সহকারী কমান্ড্যান্ট) বিএসএফ-এর দলকে নেতৃত্ব দেন যার মধ্যে প্রশিক্ষিত মহিলা প্রহরীরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। অভিযানে প্রশিক্ষিত বিএসএফ নারকোটিক্স কুকুর পান্নার সাথে কুকুরের হ্যান্ডলারকেও নিযুক্ত করা হয়েছিল। বিএসএফ কুকুর পান্নার সহায়তায় দলটি একটি ঘন রাবার বাগানের ভিতরে অবস্থিত সন্দেহভাজন পরিত্যক্ত কাঠামোকে সনাক্ত করে। তল্লাশি চলাকালীন, যৌথ অপারেশন পরিত্যক্ত কাঠামো থেকে প্রায় ২৫ লাখ টাকা মূল্যের এলএসএস প্যাট্রন সিগারেটের ১৩৫০০ প্যাকেট সম্বলিত ২৭ টি কার্টুন উদ্ধার করে।

ফের উড়ালপুলে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা, আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট : ফের উড়ালপুলে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় গাড়ির চালক সহ চার জন আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক বলে জানান দমকল কর্মী সুশীল আচার্য্য। দমকল কর্মী সুশীল আচার্য্য বলেন, গতকাল রাতে বিকট একটি আওয়াজ শুনে স্টেশন থেকে বের হয়ে উড়ালপুলে গিয়ে দেখতে পান ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা। টিআর১বিএন০৩৬৩ নম্বরের একটি গাড়ি উড়ালপুলে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তাতে গাড়ির চালক সহ চার জন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। সাথে সাথে এডি নগর দমকলবাহিনী তাঁদেরকে উদ্ধার করে হাসাপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

আহতরা হলেন, প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী, প্রবীন বসাক শীল, মলয় কুমার সাহা, কমল কৃষ্ণ সাহা। বর্তমানে দুর্ঘটনা গ্রস্ত গাড়িটিকে আটক করে এডি নগর থানায় নিয়ে গেছে পুলিশ বলে জানান তিনি।

কাজলি দেবের মৃত্যুর সঠিক তদন্তের দাবিতে পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ আগস্ট: উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে এক গৃহবধুর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রহস্য ক্রমশ দানা বাধছে। বৃহস্পতিবার উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানু পদ চক্রবর্তীর কাছে নয়াপাড়া এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে একটি ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। এলাকার মানুষ যারা সঠিকভাবে চলতে পারে না তারা পর্যন্ত এই এলাকার মা-বোনেদের রক্ষার্থে এই ডেপুটেশনে সামিল হয়।

জানা গেছে গত পাঁচ দিন আগে নয়াপাড়া প্রগতি রোড এলাকার জীবনধারা এর বিপরীতে শিক্ষক বিশ্ব দাসের বাড়িতে তার স্ত্রীর অর্থাৎ কাজলি দেব মারা যান। গত নভেম্বর মাসে এদের বিয়ে হয়েছিল। এলাকার মানুষ এলাকার মেয়ে কাজলী দেবের মৃত্যুকে মেনে নিলেন পারেনি। তাই তারা আবালবৃদ্ধবনিতারা কাজলি দেবের কেন মৃত্যু হয়েছে নাকি তাকে মেরে ফেলা হয়েছে তা জানতে দলে দলে সামিল হয়।

উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ঘটনার সঠিক তদন্ত করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন এবং এতে এলাকাবাসীরা উত্তর জেলার পুলিশ সুপারের উপর আস্থা রেখে অগ্রসর হয়েছেন। কারণ আগেও উত্তর জেলার পুলিশ সুপার বিভিন্ন ঘটনার সঠিক তদন্ত করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এবং এতে মানুষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে।।

ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের রৌপ্য জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট: ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের রৌপ্য জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আজ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজমদার। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মিনা রাণী সরকার, আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সচিব সুকান্ত ঘোষ, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের যুগ্ম সচিব পাইমং মগ, পদ্মশ্রী অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার প্রমুখ। উল্লেখ্য, ২০০১ সালে ২৫ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে এই বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল। বর্তমানে বিদ্যালয়ে প্রায় দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রী রয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক মজমদার বলেন, বর্তমান সরকার রাজ্যের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পর্যটন ও ক্রীড়া পরিকাঠামোর সামগ্রিক উন্নয়নে কাজ করছে। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ছাত্রছাত্রীদের পুঁথিগত বিদ্যা প্রদানের পাশাপাশি প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদ তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা রাজ্য থেকে আন্তর্জাতিকস্তর পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ক্রীড়া বিভাগে রাজ্যের নাম উজ্জল করেছে। মেয়র আশা প্রকাশ করেন, আগামীদিনেও ক্রীড়াক্ষেত্রে এখানকার ছাত্রছাত্রীরা রাজ্যের মুখ বিশ্বের দরবারে তুলে ধরবে। অনুষ্ঠানে পদ্মশ্রী দীপা কর্মকারকে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদেরও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অতিথিগণ বিদ্যালয়ের রৌপ্য জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।